



হাইওয়ে
যখন পুকুর
মোদি উদ্বোধন
করার ৬ দিন পরেই
বৃষ্টিতে কনটিকের
বেঙ্গালুরু মাইসোর
হাইওয়েতে কোমর
সমান জল
পৃষ্ঠা ৫

কলকাতা সংস্করণ

মস্তিষ্ক ব্যাঙ্ক
ডেনমার্কের ইউনিভার্সিটি
অব ওডেন্সের ভূগর্ভস্থ
একটি কক্ষ গবেষণার
জন্য সংরক্ষিত ৯
হাজারের বেশি মানুষের
মস্তিষ্ক। যেগুলি মানসিক
রোগীদের মরদেহ থেকে
সংগৃহীত
পৃষ্ঠা ৭



৫৬ বর্ষ □ ১৫৯ সংখ্যা □ ১৯ মার্চ, ২০২৩ □ ৪ চৈত্র ১৪২৯ □ রবিবার ৩.০০ টাকা

Morning Daily • KALANTAR • Year 56 • Issue 159 • 19 March, 2023 • Sunday • Total Pages 8 • 3.00 Per day • Printed and Published from 30/6 Jhowtala Road, Kolkata-700017

সরকারি আশ্বাসে প্রত্যাহার কিষণ লং মার্চ

নাসিক, ১৮ মার্চ : প্রত্যাহার করে নেওয়া হল মহারাষ্ট্রের কিষণ লং মার্চ। কয়েক হাজার কৃষক পের্যাজের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সহ একাধিক দাবি নিয়ে নাসিক থেকে মুম্বাই পদযাত্রা শুরু করেছিল। ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই লং মার্চে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রাক্তন সিপিআইএম বিধায়ক জিতা পাত্তু গাভিট। শনিবার তিনি লং মার্চ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এদিন সাংবাদিকদের পাত্তু গাভিট জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের দাবির বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা মেটাতে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে। আমাদের আশঙ্কা ছিল সরকার শুধুই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখলাম সরকার কৃষকদের দাবি পূরণে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে। সেই কারণে আমরা আপাতত আমাদের লং মার্চ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। এখন থেকেই কৃষকরা বাড়ি ফিরে যাবেন।

গাভিট আরও বলেন, তাঁরা মোট ১৪ দফা দাবি নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। যার মধ্যে জঙ্গলের অধিকার,

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ভাইয়ের চাকরি যেতেই ক্ষিপ্ত মন্ত্রী ঘুরিয়ে শিক্ষাদপ্তরের মুণ্ডুপাত করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার এসএসসিকেই কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত। সেই সঙ্গে ওএমআর শিটের ফরেনসিক পরীক্ষার দাবি জানানেন তিনি। শনিবার মেদিনীপুর শহরে তৃণমূলের পার্টি অফিসে সাংবাদিক নৈঠক করে শ্রীকান্ত মাহাত বললেন, ভাই ওই নম্বর কোনও ভাবেই পাবে না। হার্ড কপি মিলিয়ে দেখা হোক। এসএসসির ফ্রন্ট বিচারিতর শিকার হয়েছে ও। এসএসসি তো সেই সময় নম্বরের তালিকা প্রকাশ করতে পারত। তাহলে চ্যালেঞ্জ করতে পারত অনেকেই। নম্বর গোপন রেখে কোয়ালিফাই করে দিল, তারপর ইন্টারভিউ ডেকে দিল, চাকরি দিয়ে দিল, তার পাঁচ বছর পর বলছে কি তোমার নম্বর ভুল। দুরকম কথাবার্তা হচ্ছে না? স্কুলে গ্রুপ সি পদে চাকরির ক্ষেত্রে ওএমআর শিটে জালিয়াতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই চাকরি গিয়েছে রাজ্যের ৮৪২ জনের। তাঁদের মধ্যেই নাম রয়েছে মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতের ভাই খোকন মাহাতর। যোগ্যতার নিরিখে নয়, মন্ত্রীর ভাই বলেই তিনি চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ। এবার আদালতের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি এসএসসির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত। চাকরির পাঁচ বছর পর কেন তালিকা প্রকাশ করা হল? কেন আগেই চাকরিপ্রার্থীদের প্রাপ্ত

২ পৃষ্ঠায় দেখুন

সকল আন্দোলনের পাশে থাকার ঘোষণা ধর্না মঞ্চে বহিরাগত দিয়ে নওশাদকে হেনস্থার চেষ্টা



শনিবার শহিদ মিনার ময়দানে ডিএ প্রার্থীদের ধর্না মঞ্চে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর ওপর হামলা চালাতে উদ্যত এক বহিরাগত।

ফটো : পূর্বাঙ্গী দাস

স্টাফ রিপোর্টার : ডিএ আন্দোলনকারীদের অনশনে যোগদান করে আন্দোলন মঞ্চেই হামলার মুখে ভাগুড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। শনিবার দুপুর ২টো ৩০ মিনিট নাগাদ শহিদ মিনার ময়দানে ডিএ আন্দোলনকারীদের মঞ্চে নওশাদের ওপর হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। নওশাদকে ধাক্কা মারেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত আন্দোলনকারীরা তাঁকে ধরে ময়দান থানার পুলিশকর্মীদের হাতে তুলে দেন। শনিবার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ডিএ আন্দোলনকারীদের অনশনে সামিল হয়েছেন নওশাদ। দুপুর ২টো নাগাদ মঞ্চে বক্তব্য রাখেন তিনি। তাঁর ভাষণ শুরু হতেই এক যুবক নওশাদের দিকে এগিয়ে যান। নওশাদকে প্রশ্ন করেন, আপনি সংখ্যালঘুদের জন্য কী করেছেন? জবাবে মাইক্রোফোন হাতেই নওশাদ বলতে শুরু করেন, শুধু সংখ্যালঘু নয়, আমি সংখ্যাগুরুদের জন্যও করতে চাই। তিনি আরও ঘোষণা করেন কেবল ডিএ প্রার্থীদেরই নয়, এ রাজ্যের সকল আন্দোলনকারী ও বঞ্চিত মানুষের আন্দোলনের পাশেই থাকতে চাই।

সরকারের চক্রান্তে মাঝখানে কিছুদিন জেল জীবনের কারণে তাতে অংশ নিতে পারিনি বলে দুঃখিত। তবে সকল আন্দোলনের শেষ দেখা পর্যন্ত পাশে থাকব। তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই নওশাদকে ধাক্কা মারেন ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত আন্দোলনকারীরা যুবককে ঘিরে ধরেন। তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন তাঁরা। এর পর অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেন তাঁরা। ডিএ আন্দোলনকারীদের তরফে জানানো হয়েছে, এই ব্যক্তি বহিরাগত। কারও অনুমতি ছাড়াই আন্দোলনের মঞ্চে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। ধৃতকে ময়দান থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে মঞ্চের তরফে। ঘটনার পর নওশাদ বলেন, রাজনীতিতে এসে অনেক রকম নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। আজও এক অভিজ্ঞতা হল। এভাবে নওশাদকে রোখা যাবে না। এই ঘটনায় তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করার জন্য ওই মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। ওখানে নাটক হচ্ছে। এই ঘটনা সেই নাটকেরই অংশ।

অভিযোগ বাম-কংগ্রেসের

হারের বদলা নিতেই সাগরদীঘির বিডিও, রিটার্নিং অফিসারকে বদলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদের সাগরদীঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে সম্প্রতি অপ্রত্যাশিত হার হজম করতে হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে। সেই সাগরদীঘির দুই আমলাকে বদলি করার বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। উল্লেখ্য, বদলি হওয়া আমলাদের মধ্যে রয়েছেন রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব সামালানো সরকারি আমলা সহ বিডিও। এই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাগরদীঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের অভিযোগ, হারের বদলায় বদলি। সাগরদীঘির দুই আমলা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার আরও দুই বিডিও-কেও বদলি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ৮০ জন বিসিএস অফিসারের বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেই তালিকাতেই নাম ছিল সাগরদীঘির দুই আমলার। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়। প্রসঙ্গত, সাগরদীঘি উপনির্বাচনে রিটার্নিং

অফিসার ছিলেন দিব্যান্দু মজুমদার। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার ডেপুটি ডিএল অ্যান্ড এলআরও পদে ছিলেন এতদিন। গতকাল নির্দেশিকা জারি করে তাঁকে পশ্চিম বর্ধমানের জেলা পরিষদের ডেপুটি সেক্রেটারি করা হয়েছে। এছাড়া গতকাল মুর্শিদাবাদের ৩ বিডিওকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন সাগরদীঘির বিডিও সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। তাঁকে নদিয়ার কল্যাণীর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ওসডি করে পাঠানো হয়েছে। এদিকে সাগরদীঘির পাশাপাশি রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌরভ বসু এবং মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জের বিডিও কৃষ্ণচন্দ্র মুণ্ডাকেও বদলি করা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌরভ বসুকে দার্জিলিংয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরেটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে কাশীয়াঙে পাঠানো হয়েছে শামসেরগঞ্জের

বিডিও কৃষ্ণচন্দ্র মুণ্ডাকে। এদিকে দেবোত্তম সরকারকে রঘুনাথগঞ্জ ২-এর বিডিও করা হয়েছে এবং শামসেরগঞ্জের বিডিও করে আনা হয়েছে সুজিতচন্দ্র লোধকে। এদিকে এই বদলি নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। বামদলের অভিযোগ, উপনির্বাচনে হেরে যাওয়ার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নবান্নের পক্ষ থেকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তাহেরপুরে পুরভোটে হেরে যাওয়ার পর সেখানকার ওসিকে ক্রোজ করেছিল। সাগরদীঘিতে হেরে গিয়ে আইপিএস ভোলা পাণ্ডেকে ক্রোজ করে সরকার। এদিকে বিডিও বদলির বিজ্ঞপ্তিতে সবার ওপরে নাম রয়েছে সাগরদীঘির। কারণ সেখানে হেরেছে তৃণমূল। এই নিয়ে সাগরদীঘির কংগ্রেস বিধায়ক বাইরন বলেন, প্রশাসনিক বদলির ব্যাপারে মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু ভোটের কারণে যদি এই বদলি হয়ে থাকে, তবে তো নিঃসন্দেহে খারাপ হল।

বিরোধিতা ছেড়ে কেন্দ্রের শিক্ষানীতিই মেনে নিল মমতা সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : স্নাতক স্তরে এবার চার বছরের পড়াশোনা এবার শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গেও। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের সুপারিশ মেনে নিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। শুক্রবার রাজ্যের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়ে দিয়েছে উচ্চ শিক্ষা দফতর। উচ্চশিক্ষা দফতর ওই নির্দেশে বলা হয়েছে, আসন্ন শিক্ষা বর্ষ থেকেই এই নিয়ম চালু করতে হবে। অর্থাৎ এবার যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিক তথা দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষায় পাস করে কলেজে ভর্তি হবেন তাঁদের জন্য চার বছরের স্নাতক কোর্স শুরু হবে।

শিক্ষা দফতরের নির্দেশের সঙ্গে ইউজিসির মূল সুপারিশটিও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কেন চার বছরের স্নাতক কোর্স শুরু করা হচ্ছে। ইউজিসি-র সচিব অধ্যাপক রজনীশ জৈন জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষার জন্যই তিন বছর চার বছরের স্নাতক স্তরের কোর্স চালু করা হচ্ছে। যে ব্যবস্থায় একাধিক এন্ট্রি ও এন্ট্রিটের বিকল্প থাকবে। সেই সঙ্গে ডিগ্রি পাওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প মেয়াদ থাকবে। তা ছাড়া আন্তরগ্রাডুয়েট স্তরে পড়াশোনায় ভোকেশনাল ট্রেনিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ইন্টারশিপ ইত্যাদিও সংযুক্ত করা হচ্ছে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে আন্তরগ্রাডুয়েট স্তরে পাঠ্যক্রম ইত্যাদি চূড়ান্ত করেছিল ইউজিসি। তার পর সব রাজ্যকে এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধপত্র পাঠায়। ইউজিসি-র সেই সুপারিশ এ বার মেনে নিল রাজ্য সরকারও। তার ফলে রাজ্যের যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রয়েছে, সেখানে আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকেই নতুন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে।

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউজিসি চলতি বছর থেকে সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিটস-এর নতুন নিয়ম চালু করছে। সেক্ষেত্রে এখন ন্যাশনাল ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্কে সব বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ন্যাক বা এন.আই.আর.এফ-এর র‍্যাঙ্কিং নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সেই কারণেই রাজ্যের সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থেই ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক ডিপোজিটারি এবং ন্যাশনাল ডিজিটালকারে এনরোল করার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে চিঠিতে। শুধু তাই নয়, এরজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা সংসদ প্রচুর ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার ইজেন্সি প্রোগ্রাম নিতে চলেছে অদূর ভবিষ্যতে।

আইনমন্ত্রীর সুরে সুর মেলানোর প্রশ্ন নেই : চন্দ্রচূড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : দুঃখিত, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর সুরে সুর মেলাতে পারছি না। শনিবার এখানে 'ইন্ডিয়া টু ডে' পত্রিকা আয়োজিত কনফ্রেন্সে যোগ দিয়ে একথা বলেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়। তিনি বলেন, আইন ব্যবস্থার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য এবং সে কারণে তাকে বাইরের প্রভাব থেকে আড়াল করতেই হবে। প্রধান বিচারপতি বলেন, কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত হয়েছে একথা বলা যায় না। কলেজিয়াম ব্যবস্থারও কিছু ক্রটি থাকতে পারে কিন্তু আমাদের বিচারে এই নীতিই এখনও সেরা ও যথাযথ।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু বিচারপতি নিয়োগে কলেজিয়াম পদ্ধতির বিরোধী। এই রীতি অনুযায়ী রাজ্যে রাজ্যে বিচারপতি নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের এক কলেজিয়াম এবং সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ শূন্য। এই কারণেই এই ব্যবস্থায় আপত্তি কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর। তিনি এর আগে বিভিন্ন সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, দেশের সংবিধানে কলেজিয়াম ব্যবস্থার কোন উল্লেখই নেই। কিন্তু তার পরেও অনমনীয় আছেন বিচারপতিরা। এই বিষয়টি উল্লেখ করে চন্দ্রচূড় বলেন, আইন মন্ত্রী যা বলেছেন তা ওর নিজস্ব মতামত। আমরা ওর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছি না। আইন মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের ধ্যান ধারণার ফারাক থাকতেই পারে। বহুতই তো গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। যে যাই বলুক বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা দৃঢ় সংকল্প এবং এই মনোভাব থেকে আমরা সরছি না।

চন্দ্রচূড় বলেন, বিচারপতি পদে আমার ২৩ বছর কেটে গেল। একথা ঠিক, এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে বলেননি কোন মামলা কীভাবে দেখতে হবে। কেউ মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। প্রধান বিচারপতি বলেন, নির্বাচন কমিশন নিয়ে শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিক রায়ই হল বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ওই রায়ে বলা হয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই কমিশনার নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি ও তার এক পরামর্শদাতা কমিটি। ওই কমিটিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভায় বিরোধী দলসমূহের নেতা এবং দেশের প্রধান বিচারপতি। অর্থাৎ সব মহলেরই মত প্রকাশের সুযোগ থাকছে।

দ্বিতীয়দিনে মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে নিবিড় আলোচনায় আইপিটিএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডাল্টনগঞ্জ, ১৮ মার্চ : বর্ণাঢ্য উদ্বোধন ও সাড়া জাগানো শোভাযাত্রার পর দ্বিতীয় দিন ১৮ মার্চ শনিবার দেশের বর্তমান অবস্থা ও আন্দোলনের সামনে মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে নিবিড় আলোচনা শুরু করেছে। বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে একেকটি বিষয়ের ওপর কর্মশালা করে এই আলোচনা চলেছে।

৫টি কর্মশালায় ভাগে করে আলোচনা হচ্ছে। কর্মশালাগুলি হল : সমসাময়িক সমস্যা এবং স্বজনশীলতা ও বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং যৌক্তিকতা, পরিবেশ, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, গ্রামীণ ও কৃষি কৃষকের সংকট, সাম্প্রদায়িকতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের প্রশ্ন। এগুলির পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে গওহর রাজা, ডঃ মিনাক্ষী পাওয়ার, ডঃ ঈশ্বর সিং দেস্তু, জয়া মেহতা ও উষা আকলে। সারাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, নেতাকর্মী, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা এসব বিষয়ে নিবিড় আলোচনা করেন। শনিবার সম্মেলনকে অভিনন্দন

জানান সিপিআই কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিনয় বিশ্বম। সকালের অধিবেশনের শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক রাকেশ অধিবেশনকে এই ৫টি কর্মশালার ঘোষণা করেন। নাট্য নির্দেশকও পরিচালক প্রসন্ন এই বিষয়গুলির আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে দেন। প্রখ্যাত কলা ও কর্মশালা করে এই আলোচনা চলেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়গুলির কার্যকরী করার গাইডলাইন প্রস্তুত করার আহ্বান জানান।

ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আয়োজিত কর্মশালাগুলির আলোচনা শেষে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অধিবেশনে অর্থনৈতিক বৈষম্য, গ্রামীণ ও কৃষি কৃষকের সংকট, সাম্প্রদায়িকতা এবং লিঙ্গ বৈষম্যের প্রশ্ন। এগুলির পরিচালনায় আছেন যথাক্রমে গওহর রাজা, ডঃ মিনাক্ষী পাওয়ার, ডঃ ঈশ্বর সিং দেস্তু, জয়া মেহতা ও উষা আকলে। সারাদেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, নেতাকর্মী, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা এসব বিষয়ে নিবিড় আলোচনা করেন। শনিবার সম্মেলনকে অভিনন্দন

আইনত অকার্যকর : ফ্রেমলিন পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসি'র গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

দ্য হেগ ও মস্কো, ১৮ মার্চ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এ পরোয়ানা জারি করা হয়। একই অভিযোগে রাশিয়ার শিশুবিষয়ক কমিশনার মারিয়া আলেক্সিয়েভনা এলভোভা-বেলোভার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্তকে আইনত অকার্যকর বলেছে ফ্রেমলিন। কারণ, নেদারল্যান্ডসের হেগের আন্তর্জাতিক আদালতকে স্বীকৃতি দেয় না মস্কো। আইসিসির রোম সনদে শুধু রাশিয়া নয় যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারতসহ বেশ কয়েকটি বৃহৎ ও উদীয়মান শক্তি অনুসমর্থন দেয়নি। ফলে এ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করা কার্যত অসম্ভব।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির বিষয়টি জানিয়েছে আইসিসি। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউক্রেনে রাশিয়ার দখল করা অঞ্চলগুলো থেকে শিশুদের বেআইনিভাবে রাশিয়ায় সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে পুতিন জড়িত রয়েছেন বলে

২ পৃষ্ঠায় দেখুন



আইপিটিএ জাতীয় সম্মেলনে প্রতিদিনই চলছে এভাবেই কলা মহোৎসব। ডাল্টনগঞ্জ থেকে প্রতিবেদকের ক্যামেরায়।

শান্তনুর রিসোর্টের লোপাট সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক উদ্ধার ইডি–র

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিয়োগ শনিবার সকালে ইডির দূনীতির তদন্তে বলাগড়ে শান্তনু গোয়েন্দারা আকাশের রিসর্টে ঢুকে বদ্যোপাধ্যায়ের রিসর্টের দেখেন, সেখানে লাগানো রয়েছে সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক উদ্ধার ১২টি সিসিটিভি ক্যামেরা। তবে সিসিটিভির হার্ড ডিস্কের খোঁজ করল ইডি। শান্তনুর প্রেফতারির পর ওই হার্ড ডিস্ক লোপাট করে দিয়েছিল তাঁর সাগরেন্দরা। শনিবার শান্তনু ঘনিষ্ঠ আকাশ বাড়ি যান গোয়েন্দারা। তাঁকে নামে এক যুবকের সাহায্যে ২টি হার্ড ডিস্ক উদ্ধার করেন ইডির গোয়েন্দারা। শনিবার সকালে ইডির দল শান্তনুর রিসর্টে পৌঁছলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, তাঁদের জমি কার্যত গায়ের জোরে দখল করেছেন বহিস্কৃত যুব তৃণমূল নেতা। সঙ্গে তাঁরা জানান, শান্তনুর প্রেফতারির পরদিন রিসর্ট ছাড়েন কেয়ারটেকার। তার পর মোটর সাইকেলে করে রিসর্টে আসেন ২ যুবক। তাঁরা তাল খুলে রিসর্টে ঢোকেন। প্রায় ৩০ মিনিট পর কালো ব্যাগে করে রিসর্ট থেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে যান তাঁরা।

বোলপুরের সব মৌজায় জমি মণীশের

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার জমি কংকালীতলা মৌজা, জটে জড়াল অনুরতর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারির নামও। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত বোলপুরের বৃকে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকার জমি কিনেছিলেন তিনি। এবার এমনই চাঞ্চলাকার তথ্য উঠে এল ভূমিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে। মণীশ কোঠারি ইতিমধ্যেই প্রেপ্তার হয়েছে ইডির হাতে। ইডি সূত্রে খবর, তিনি অনুরত মণ্ডলের বিরুদ্ধেও মুখ খুলেছেন। জানিয়েছেন অনেক তথ্যও কিন্তু, শুধুই কি অনুরতর হিসাবরক্ষক হিসেবেই কাজ করেছেন মণীশ? না কি অনুরতর গরু পাচারের টাকা লেনদেনের পাশাপাশি নিজেও পেয়েছিলেন মোটা টাকার ভাগ। এমন প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে। কারণ, মণীশ কোঠারির সম্পত্তির পরিমাণ দেখলে চক্ষুচড়ক গাছ হতে পারে সকলের।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধু বোলপুরের রূপপুর মৌজা, গোপালনগর মৌজা,

মৌমাছির কামড়ে অসুস্থ রিচার পরীক্ষা হাসপাতাল থেকেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।

হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত পড়ুয়ার। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের

খড়গপুর শহরে। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রীর নাম রিচা শর্মা। ছত্রিশগড় হাইস্কুলের ছাত্রী, খড়গপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছে সে। ছাত্রীর মা পুনম শর্মা জানান, শনিবার সকালে হিজলী হাইস্কুলে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ই এই ঘটনা ঘটে। রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই রিচাকে মৌমাছি কামড়ায়। পরে পুলিশের সহযোগিতায় রিচাকে প্রথমে আইআইটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয়। তারপরেই স্কুলে পরীক্ষা দিতে যায়। তবে স্কুলের মধ্যে সে আবার অসুস্থতা বোধ করে। তখনই তড়িঘড়ি করে ছাত্রীকে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তাই হাসপাতের মধ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় রিচা।



শনিবার বিসি রায় হাসপাতালে চলেছে শিশু রোগীদের ওজন মাপার কাজ।

 ফটো : কালান্তর

বিপুল চোরাই বাইক ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ইসলামপুর পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ও চোরাই বাইক সহ শ্রেফতার করল চার দুষ্কৃতীকে। ২০২৩ সালের প্রথম তিন মাস এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে ইসলামপুর পুলিশ ৩৬টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২০টি চোরাই বাইক উদ্ধার করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চোপড়া থানার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি অভিযান চালায় গন্দুগছ এলাকায়। সেখান থেকে ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ মহিবুল হক নামে এক দুষ্কৃতীকে শ্রেফতার করে। ধৃতদের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়েই ৬টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ২ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এরমধ্যে ৫টি ওয়ান শর্টার ও একটি ছররা বন্দুক বলে পুলিশ জানিয়েছে।

অন্যদিকে গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিগাড়া পুলিশ ফাঁড়ি নাকা চেকিং চালানোর সময় ৫টি চোরাই বাইক সহ ৩ জনকে আটক করে। ধৃতদের নাম মহম্মদ আলম, আজির আলম ও হাসান শা। তাদের বাড়ি পাঞ্জিগাড়া এলাকাতেই। এই সাফল্যের জন্য দুই অভিযানের নেতৃত্বে থাকা পুলিশ আধিকারিক নয়ন কুমার মণ্ডল ও প্রণব সরকারকে বিশেষভাবে সন্মানিত করেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার সুপার বিশপ সরকার।

বধূধর্ষণের চেষ্টার ১০ দিন পরেও অধরা অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফের মমতার বাংলায় প্রশ্নের মুখে নারী নিরাপত্তা। এবার স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকে বধূকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। লোকলজ্জায় বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বধু। অভিযোগ, ১৫ দিন আগে পুলিশে অভিযোগ জানালেও এখনো ধরা পড়েনি অভিযুক্ত। ঘটনা দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের শালগ্রাম এলাকায়। বধুর স্বামী গোয়ায় শ্রমিকের কাজ করেন। অভিযোগ, গত ১ মার্চ রাতে প্রতিবেশী অতুল মণ্ডল বধুর বাড়িতে ঢোকেন। এর পর বধুকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি। বধুর চিংকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে অভিযুক্ত চম্পট দেয়। এর পর লজ্জায়–অপমানে কীটনাশক পান করেন বধু। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সরকারি আশ্বাসে প্রত্যাহার কিষাণ লং মার্চ

১ পৃষ্ঠার পর জঙ্গলের জমির অধিকার সহ একাধিক বিষয় ছিল।এই বছর মহারাষ্ট্রের কৃষকরা পৈঁয়াজ চাষ করে অকাল বৃষ্টির কারণে গুরুতর ক্ষতির মুখে পড়েছেন। তাঁদের কুইন্টাল প্রতি ৩৫০ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও কৃষকদের দাবি ছিল কুইন্টাল প্রতি ৬০০ টাকা সহায়তারা। এর আগে আলোচনার পর কৃষকদের কাছে আন্দোলন প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ধে। তিনি আন্দোলনরত কৃষক সংগঠনের নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে জানান আলোচনায় যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা বাস্তবায়িত করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এআইকেএস নেতা জিতা পাডু গাভিট জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে নাসিক সহ অন্যান্য অঞ্চলে সরকারি আধিকারিকদের পাঠানো হয়েছে। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই কারণে আপাতত এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।

নামের ভুল সংশোধন

আমি রনজিত কুমার বণিক, পিতা প্রয়াত অজিত কুমার বণিক, ৮ই, রতন নিয়োগী লেন, পি.এস. – মানিকতলা, কলকাতা – ৭০০০০৪ নিবাসী জানাইতেছি যে আমার স্ত্রীর নাম কনকলতা বণিক, পুত্রের নাম শুভজিত বণিক। পুত্রের জন্মের ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে ভুলক্রমে পিতার নাম রনজিত বণিক এবং বার্থ সার্টিফিকেটে পিতার নাম রনজিত বারিক ও মাতার নাম কনকলতা বারিক হইয়াছে।

কোর্ট এফিডেবিট বলে, আমার নাম রনজিত কুমার বণিক, স্ত্রীর নাম কনকলতা বণিক ও পুত্রের নাম শুভজিত বণিক হইল। রনজিত কুমার বণিক, রনজিত বণিক ও রনজিত বারিক এক এবং অভিন্ন, এছাড়া স্ত্রী কনকলতা বণিক, কনকলতা বারিকও এক এবং অভিন্ন, আমাদের পুত্র শুভজিত বণিক।

প্রবল বিক্ষোভ, হাসনাবাদ স্টেশনে হকার উচ্ছেদে পিছু হটল রেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : হকার উচ্ছেদ ঘিরে ধুকুমার কাণ্ড পূর্ব রেলের হাসনাবাদ স্টেশনে। স্টেশন থেকে উঠে যাওয়ার নোটিস দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে শনিবার সকালে হকার উচ্ছেদ শুরু করে রেল। হকারদের তৈরি পরিকাঠামো ভাঙার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল বুলডোজারও। কিন্তু এই স্টেশনের হকারদের সম্মিলিত প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় পুলিশ ও রেল কর্তারা। এদিরের মত স্থগিত হয়ে যায় হকার উচ্ছেদ। গত ১৬ মার্চ নোটিস দিয়ে হাসনাবাদ স্টেশন থেকে শনিবারের মধ্যে হকারদের উঠে যেতে বলে পূর্ব রেল। সেই নোটিসে উল্লেখ করা তারিখ অনুযায়ী শনিবার বেলার দিকে আরপিএফদের উপস্থিতিতে বুলডোজার নিয়ে এসে হকারদের দোকান ভাঙতে শুরু করে রেল। প্রথমে একটি ক্লাব ঘর ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর একে একে রেলের জমি ফাঁকা করতে শুরু করে। স্টেশন চত্বরে হকারদের স্টল ভাঙা শুরু করতেই রেল কলোনির বাসিন্দারা হকারদের সঙ্গে মিলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। উচ্ছেদ প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবিতে রেল পুলিশ ও আরপিএফদের ঘিরে ধরেন তাঁরা। এই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হন রেলের আধিকারিকরা। এদিকে এদিন চলে গেলেও আগামী ২০ মার্চ অর্থাৎ সোমবার ফের হকার উচ্ছেদ করা হবে বলে নোটিস দিয়েছে রেল। যদিও হাসনাবাদ স্টেশনের হকাররা রেলের নির্দেশ মানতে নারাজ। তাদের দাবি, বহু বছর ধরে এখানে হকারি করছেন। তাঁদের আগে বাপ–ঠাকুরদা এই হকারি শুরু করেছিলেন। তাই

বাংলা–বিহার সীমান্তে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভোটের আগে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। বাংলা–বিহার সীমান্ত এলাকায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। সূত্রের খবর, সেইসব অস্ত্র বাংলার নানা জায়গায় পাচার হচ্ছিল। বিহার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। মালদার রতুয়া সীমানায় কাটিহারের আমদাবাদ এলাকায় অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। বেআইনি অস্ত্র কারখানার মালিক নারু কর্মকারের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ২টি অস্ত্র রাজ্যের নানা জায়গায় পাচার এলাকায়।

গত বৃহস্পতিবার ক্যানিংয়েও বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ মিলেছিল। প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। এই সব অস্ত্র রাজ্যের নানা জায়গায় পাচার এলাকায়।

আইনত অকার্যকর : ক্রেমলিন

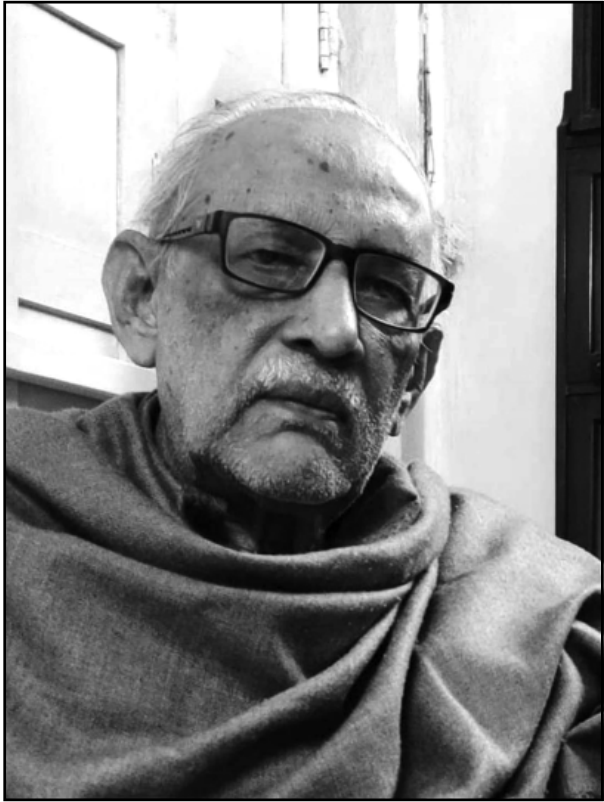
১ পৃষ্ঠার পর সন্দেহ করা হচ্ছে। ইউক্রেনে রাশিয়া ব্যাপক পরিসরে যুদ্ধাপরাস্থে জড়িত–রাষ্ট্রসংঘের তদন্ত দলের এমন অভিযোগের এক দিন বাদেই এ প্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হলো। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই দেশটিতে কোনো ধরনের নৃশংসতা চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে রাশিয়া। প্রসঙ্গত, ইউক্রেন ১৬ হাজারের বেশি শিশুকে জোর করে রাশিয়ায় স্থানান্তরের অভিযোগ করেছে। শিশুদের রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনাকেই আপাতত যুদ্ধাপরাস্থের অভিযোগের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি রুশ টেলিভিশনে প্রচারিত এক অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেশটির শিশুবিষয়ক কমিশনার এলভোভা–বেলোভা ইউক্রেনীয় শিশুদের দেশান্তর করার পর রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে তাদের দণ্ডক নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিংবা আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছে, তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। ওই টেলিভিশন সম্প্রচারের পরই সম্ভবত আইসিসির কৌসুলি তাঁদের বিরুদ্ধে প্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেন বলে মনে করা হচ্ছে। কোনো দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আইসিসির প্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ঘটনা এটিই প্রথম নয়। ২০০৯ সালের ৪ মার্চ সূদানের সাবেক শাসক ওমর আল বশিরের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে প্রাক্–বিচারের ট্রাইব্যুনাল প্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। সূদানও আইসিসির রোম সনদে স্বাক্ষরকারী নয়। ২০০৫ সালে সূদানের বিরুদ্ধে দারফুরে গণহত্যার অভিযোগ তদন্তের জন্য আইসিসিকে অনুরোধ জানায় নিরাপত্তা পরিষদ। তবে আফ্রিকান ইউনিয়ন ও আরব লিগ ওই প্রেপ্তারি পরোয়ানা সমর্থন করেনি। ফলে আফ্রিকার একাধিক দেশ আইসিসির পরোয়ানা কার্যকর করেনি এবং সূদানের সাবেক প্রেসিডেন্ট কয়েকটি দেশে নির্বিঘ্ন সফর করেছেন। ১৯৮৯ সালে তিনি সূদানে গণ–অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ২০২০ সালে দেশটির সরকার তাঁকে আইসিসিতে বিচারের জন্য পাঠাতে রাজি হয়। এমন সময়ে এ পরোয়ানা জারি করা হলো যখন আগামী সপ্তাহে চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের রাশিয়া সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। এ সফরের জন্য তাঁকে দীর্ঘ দিন ধরেই আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলেন পুতিন। ২০১৯ সালে সবশেষ রাশিয়া সফর করেছিলেন সি। চিনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের আগামী সোমবারই মস্কোতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা আছে। ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই রাষ্ট্রসংঘের আয়োজনে এক সম্মেলনে ওই সনদ গৃহীত হয় এবং তা ২০০২ সালের ১

বিকল্প জীবিকার পুনর্বাসন না দিলে তাঁরা রেল স্টেশনে হকারি বন্ধ করবেন না বলে পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন।

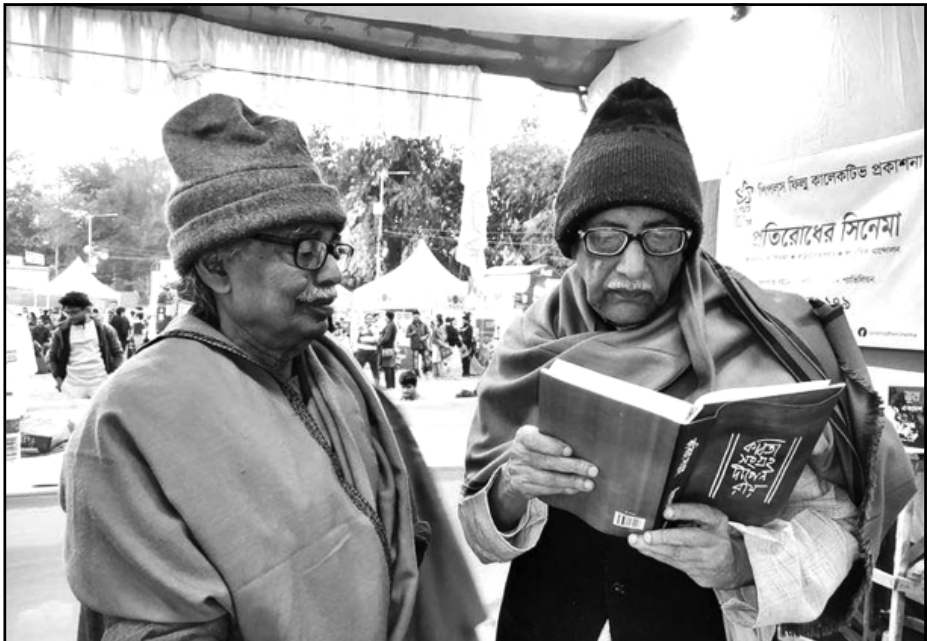
১৯১৪ সালে হাসনাবাদ স্টেশনের সূচনা হয়। এই স্টেশন বহু ইতিহাসের সাক্ষী। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেপখালি সহ সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ হাসনাবাদ স্টেশনে হকারি করেন। এখান থেকেই যা আয় হয় তা দিয়ে চলে সংসার। ফলে হকারি বন্ধ হয়ে গেলে মুখ খুবড়ে পড়তে পারেন এই মানুষগুলি। এই প্রসঙ্গে বাম নেতৃত্বের দাবি, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি কৌশিক দত্ত বলেন, সুন্দরবনের কয়েকশো মানুষ এই স্টেশনে হকারি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ হকার উচ্ছেদ করা যাবে না।

কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য

✎ মলয় পাত্র



অভিমাণে দীর্ঘ হতে হতে কালক্রমে তপ্তশ্বাস বালিঝড় বৃষ্টি বুঝি সাময়িক ফাটল ভরাবে পূর্বজন্মের সত্যে সেই বাল্যকাল থেকে জল নিয়ে আমাদের অনেক দুরাশা। (পঞ্চমুখী ভোরে, কবিতা সীমান্ত, শারদীয়া ২০২০)। জীবনের শেষ পর্বে এসে কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য স্পষ্টস্বরে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর এই অভিমান। তখন স্মৃতি তাঁকে কিছুটা বিভ্রান্ত করছে কিন্তু কলমের দৃঢ়তা কিছুমাত্র শিথিল হয়নি। যে চাপা অভিমান সমস্ত জীবন ধরে তাঁর কলম নিঃসৃত প্রত্যেকটি কবিতাকে অধ্যুষিত করে রেখেছে, কালক্রমে তপ্তশ্বাস বালিঝড় হয়ে তা শেষ পর্যন্ত ফাটল ধরিয়েছে তাঁর স্বাভাবিক স্বের্ষে। এই কবিতার আরো কয়েকটি পংক্তি এইরকম— এই যে ঘাসের সন্ধানসে সারা সন্ধে সঁাতসেঁতে এক ঝলক জুঁই উড়িয়ে দিয়েছে ক্লাস্তি আমাকে তো মনে রাখতে হবে সারসত্য কাকে বলে কতটুকু ধরে রাখবো, কতটুকু ফেলে আসবো যাকে পর্বে পর্বে সমুদ্র কুড়িয়ে নেবো। ... অভিমান বীজ কোথাও রোপণ করে এসে ফিরে দেখতে চাইব না কতটুকু অঙ্কুর। দূষিত নদীর জলে নাভিকুণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে সিঁড়িগুলি অশ্রুহীন নির্মম পাথর! স্পষ্টতই দেখা যায়, মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্রমাগত ক্ষয়ে যাওয়া তাঁকে ক্লাস্ত করেছিল। চিরদিন মানুষের পায়ে পা-মিলিয়ে-চলা-



দুই কবি। কবিতাসীমান্ত পত্রিকার সম্পাদক কবি দীপেন রায় চলে গেলেন ১৪ আগস্ট ২০২২। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য চলে গেলেন ৭ মার্চ ২০২৩। এই ছবি কলকাতা বইমেলা ২০২০-তে তোলা, গোবিন্দ ভট্টাচার্য এই ছবিটি পাওয়া গেছে কবিতা সীমান্ত সূত্রেই। সেবারই কবি শেষ এসেছিলেন বইমেলায়। ২০২০ বইমেলায় কবি দীপেন রায়ের সদ্যপ্রকাশিত ‘কবিতাসমগ্র’ হাতে বধীয়ান কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য। বাদিকে কবি দীপেন রায়। ছবি দুটি তুলেছেন লেখক নিজেই।

জলপটিদেওয়া জ্বরে কাল সারারাত জোয়ারে ভেসেছে প্রদাহে প্রবাহে কাল রাতে শ্বূলিন্দের মতো কবিতা এসেছে। (কবিতার সময়, প্রতিবাদের কবিতা, কবিতাসীমান্ত ২০০৭)। এই শ্বূলিন্দের মতো কবিতা কিন্তু কখনোই আগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। তাঁর ছিল শব্দপ্রয়োগের সমসত্ত্ব দৃঢ়তা, কখনো কোনো আলগা শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাঁর কবিতাকে বিপক্ষের হাতের অস্ত্র হয়ে উঠতে দেননি। অপরপক্ষে, মেরুদণ্ড একটুও না নুঁয়ে যে কী মসৃণ অথচ লক্ষ্যভেদী কবিতা লেখা যায় তার উদাহরণ তাঁর দশটি কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে। আমাদের প্রজন্মের সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান তিন দশকের। তাঁর কাছে আমরা ছিলাম সন্তানতুল্য তরুণ কবি এবং তিনি ছিলেন একাধারে আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক। কবিতাসীমান্ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি ছিলেন সভাপতি, যতদিন পেরেছেন বুধবারের সীমান্তের আড্ডায় তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে চলে আসতেন প্রায়ই, হাতে অবধারিতভাবে থাকত সন্দেশের বাস্ক।

কবিতা শুনে বেমানান শব্দের প্রতি তাঁর আপত্তি বুঝিয়ে দিতেন সামান্য ইঙ্গিতে। বুঝে নিতাম, সেই শব্দগুলিকে বদলে উপযুক্ত শব্দ বসালে জোর বেড়ে যাবে কবিতার। কথাপ্রসঙ্গে তাঁর কাছে শুনেছি শুধু দলবৈষ্যে কবিতা পড়তে গিয়ে গ্রামেগঞ্জে মানুষের কী ভালোবাসা তাঁরা পেয়েছেন। বাঁকুড়া পুরুলিয়া বা উত্তরবঙ্গের অনেক মানুষের নাম তাঁর মুখে উঠে আসত যারা শুধু কবিতাসূত্রে তাঁর আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছবি তুলতে ভালোবাসতেন, কাঁধের ঝোলায় রাখা থাকত এসএলআর ক্যামেরা। পরের দিকে একদিন তাঁর ছবি তুলেছিলাম তখন তিনি অসুস্থ, পরে সুস্থ হয়ে সেই ছবি দেখে বললেন, চোখে চশমা তুলিস নি কেন? পূর্ণতার ওই খামতিটুকু তিনি যত্নে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্য আমাদের ছেড়ে অন্তর্হিত হয়েছেন মৃত্যুর সেই কৃষ্ণগহ্বরে, বাংলার কাব্যসাহিত্যে সেই শূন্যতার ক্ষত অনেকটাই গভীর।

২১ মার্চ আন্তর্জাতিক কবিতা দিবসের প্রাক্কালে কবি গোবিন্দ ভট্টাচার্যকে নিয়ে কালান্তর রবিবারের পাতার শ্রদ্ধা নিবেদন। সঙ্গে রইল প্রয়াত লিটল ম্যাগাজিন গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সন্দীপ দত্তের প্রতি সম্মান নিবেদনও।

—সম্পাদকমণ্ডলী, রবিবারের পাতা, কালান্তর পত্রিকা।

গোবিন্দ ভট্টাচার্যর দুটি কবিতা

পঞ্চমুখী ভোরে

অভিমাণে দীর্ঘ হতে হতে
কালক্রমে তপ্তশ্বাস বালিঝড়
বৃষ্টি বুঝি সাময়িক ফাটল ভরাবে
পূর্বজন্মের সত্যে সেই বাল্যকাল থেকে
জল নিয়ে আমাদের অনেক দুরাশা।

তার চেয়ে সোজা ছুঁড়ে ফেলা অনিত্য আভরণ
কেউ চেয়েও দেখেনা কার চোখে শূন্য দৃষ্টি
কার প্রেম জনতামোহিনী
পঞ্চমুখী ভোরে পথে নেমে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেওয়া
ফিতে ফেলে মাপতে গেলে সে-সিদ্ধান্ত
ভ্রান্ত পথিকের।

এই যে ঘাসের সন্ধানসে সারা সন্ধে সঁাতসেঁতে
এক ঝলক যুঁই হাওয়া উড়িয়ে দিয়েছে ক্লাস্তি
আমাকে তো মনে রাখতে হবে সারসত্য কাকে বলে
কতটুকু ধরে রাখব, কতটুকু ফেলে আসব
যাকে পর্বে পর্বে সমুদ্র কুড়িয়ে নেবো।

আজকাল হরিধ্বনিহীন অস্তিম যাত্রায়
কাচচাকা গাড়ি থেকে অশ্রুহীন খৈ ওড়ে
পুরোহিতও নিষ্করণ শ্মশান চণ্ডাল
শোক ধুয়ে দেয়....
অভিমান বীজ কোথাও রোপণ করে এসে
ফিরে দেখতে চাইব না কতটুকু সফল অঙ্কুর।

দূষিত নদীর জলে নাভিকুণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে
সিঁড়িগুলি অশ্রুহীন নির্মমপাথর!

২০২০ কোভিড ১৯ শারদীয় সংকলন যুগ্ম সংখ্যা বৈশাখ- চৈত্র ১৪২৭ থেকে পাওয়া গেছে।

জীবন শুধু জীবনকেই বহন করে

হঠাৎ করে আলো নিভলে
তেমনি হঠাৎ জ্বলে উঠতে পারে
ইচ্ছেটা তো সাপের মাথার মণি
স্বপ্নে কী সব বৈভব দেখায়!

ধীরে ধীরে থেমে আসছে শ্বাস
জলের ধারা, টেলিফোনের রিং
থেমে যাচ্ছে কয়লা খনির লিফট
জীবনও তো এমনি হঠাৎ থামে।

ছুটোছুটি অক্লিঞ্জনের গাড়ি
আশা করছি একটা কিছু হবে
অ্যামবুলেন্স বয় না মৃতদেহ
জীবনই শুধু জীবন বহন করে।

আমাদের সেই পঁয়ষট্টিটা বছর
দুধসাবু আর কুইনাইনের বড়ি
আশাগুলি ভাষায় ফুটত না
কপাল ছুঁয়ে মায়ের ঠান্ডা হাত।

গঙ্গাজল কী ততখানিই শুদ্ধ
শিবের জটায় পতিত উদ্ধারিণী
প্রতিবেশী সবাই কেমন চূপ
অশ্রুজলে ভরে উঠছে সময়।

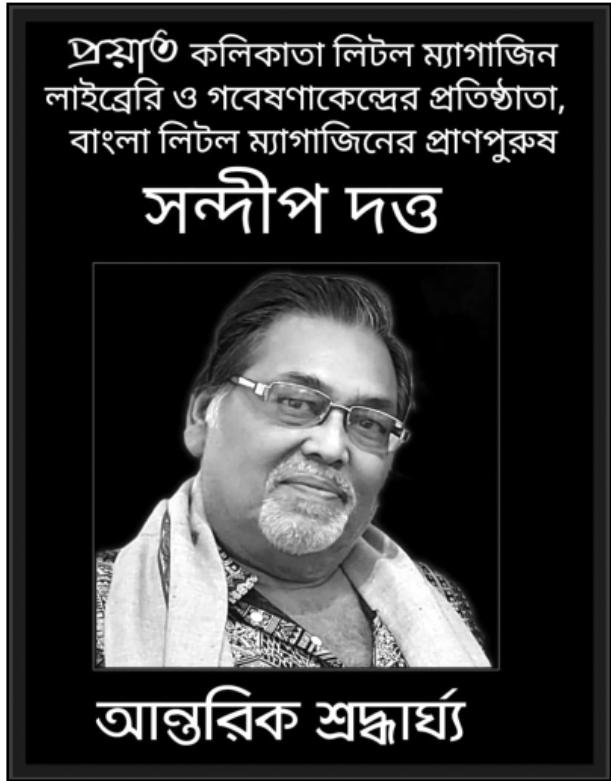
সকল রাতের সেরা আজকের রাত্রি
বাঁচা মরা নিখর চাঁদের আলো।

‘জীবন শুধু জীবনকেই বহন করে’ কাব্যগ্রন্থ থেকে

প্রয়াত লিটল ম্যাগাজিন

সংগ্রাহক সন্দীপ দত্ত

সাহিত্যিক, গ্রন্থাগারিক
লিটল ম্যাগাজিন
সংগ্রাহক সন্দীপ দত্তের
জীবনাবসান। বয়স হয়েছিল
৭২। দীর্ঘদিন ধরেই
মধুমেহর সমস্যায় ভুগছিলেন
তিনি। মাস দুয়েক আগে
পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায়
তাকে বাইপাসের ধারে
অবস্থিত একটি বেসরকারি
হাসপাতালে ভর্তি করানো
হয়। পরে এসএসকেএম
হাসপাতালে স্থানান্তরিত
করানো হয় তাঁকে।
সেখানেই বুধবার সন্ধ্যায়
মৃত্যু হয় তাঁর। বেশ কয়েক
দিন ধরেই তাঁর ডায়ালিসিস
চলছিল। গ্যাংগ্রিন হওয়ার
কারণে একটি পা বাদ দিতে
হয় তাঁর।কলেজ স্ট্রিট
সংলগ্ন মির্জাপুরের সিটি
স্কুলের শিক্ষক হিসাবে
কর্মজীবন শুরু করেছিলেন
সন্দীপ। তবে সমকাল এবং
ভাবীকাল তাঁকে মনে রাখবে
লিটল ম্যাগাজিন
আন্দোলনের এক পরম
হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই।
সাধারণ গ্রন্থাগারের লিটল
ম্যাগাজিনের প্রতি অশ্রদ্ধা
এবং অবহেলা দেখে সন্দীপ
নিজের বাড়িতেই তৈরি
করেছিলেন গ্রন্থাগার। নাম
দিয়েছিলেন ‘কলকাতা
লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার’।মাত্র
২১ বছর বয়সে স্কটিশ চার্চ
কলেজে বাংলা নিয়ে স্নাতক
স্তরের পাঠ নেওয়ার সুবাদে
এক দিন আলিপূরের
জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে
সন্দীপ দেখেন, নিতান্ত
অনাদরে ধুলোর মধ্যে পড়ে
আছে বেশ কয়েকটি ছোট
পত্রিকা। তখন থেকেই
লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণের
পরিকল্পনা করেন তিনি।
১৯৭৮ সালে সেই স্বপ্ন
পূরণ হয় তাঁর। কলকাতার
টেমার লেনে নিজের
বাড়িতেই দু’কামরার ঘরে
শুরু হয় তাঁর স্বপ্নের
গ্রন্থাগার। ১৯৭৯ সাল
থেকে এই গ্রন্থাগারের
সদস্যপদ দেওয়া শুরু হয়।
বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের
প্রায় ১৫০ জন সক্রিয়
সদস্য রয়েছেন। বাংলা
সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নীরবে



কাজ করেন, তাঁদের কাছে
সন্দীপ এক পরিচিত নাম।
তাঁদের অনেকেই স্মৃতি
সম্পাদক প্রশান্ত মাজীর
সঙ্গে। তিনি বলেন,
সন্দীপবাবুর মৃত্যু বাংলা

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের প্রায় ১৫০

জন সক্রিয় সদস্য রয়েছেন। বাংলা

সাহিত্য নিয়ে যাঁরা নীরবে কাজ

করেন, তাঁদের কাছে সন্দীপ এক

পরিচিত নাম। তাঁদের অনেকেই

স্মৃতি হাতড়ে জানান, ১৯৭৬

সালের পর থেকে প্রায় প্রতিটি

বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের

প্যাভেলিয়নে দেখা যেত তাঁকে। তাঁর

গ্রন্থাগারে ‘সেকালের সবুজ পত্র’

থেকে ‘কৃতিবাস’ বা আজকের প্রায়

সব রকমের লিটল ম্যাগাজিনই স্থান

পেয়েছিল। দীর্ঘ কাল ধরে প্রকাশিত

হয়ে আসা ‘প্রতিবিন্দু’ পত্রিকার

সম্পাদক প্রশান্ত মাজীর সঙ্গে। তিনি

বলেন, সন্দীপবাবুর মৃত্যু বাংলা

লিটল ম্যাগাজিনের কাছে এক

অপূরণীয় ক্ষতি।

হাতড়ে জানান, ১৯৭৬

সালের পর থেকে প্রায়

প্রতিটি বইমেলায় লিটল

ম্যাগাজিনের প্যাভেলিয়নে

দেখা যেত তাঁকে। তাঁর

গ্রন্থাগারে ‘সেকালের সবুজ

পত্র’ থেকে ‘কৃতিবাস’ বা

আজকের প্রায় সব রকমের

লিটল ম্যাগাজিনই স্থান

পেয়েছিল। দীর্ঘ কাল ধরে

প্রকাশিত হয়ে আসা

‘প্রতিবিন্দু’ পত্রিকার

লিটল ম্যাগাজিনের কাছে
এক অপূরণীয় ক্ষতি। এমন
অনেক দুঃশ্রাব্য সংগ্রহ তাঁর
কাছে ছিল, যা একেবারে
অকল্পনীয়। সন্দীপ নিজেও
একাধিক গল্প, প্রবন্ধ এবং
কবিতা সংকলনের স্রষ্টা।
করে গিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ
সাহিত্যের পুনঃপ্রকাশনার
কাজও।
কবি দীপেন রায়ের কন্যা
শিউলি রায়ের থেকে
সংগৃহীত তথ্য অনুসারে



টেমার লেন থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ার হয়ে, সিটি স্কুল হয়ে, স্কটিশ চার্চ কলেজ হয়ে, রবীন্দ্রনাথের গানে গানে মিছিলে হেঁটে, এমনকি নিমতলায় পৌছেও সামনে দাঁড়িয়ে গান, বন্ধু বিদায়।

কালাস্তর সম্পাদকীয়

৫৬ বর্ষ ১৫৯ সংখ্যা ৫ ৪ টৈত্র ১৪২৯ ৫ রবিবার

শিক্ষার হযবরল

দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ। চাকরির দাবিতে রাস্তায় হবু শিক্ষকরা। রাজ্য সরকারের অবৈধ শিক্ষক নিয়োগ কেলেক্কারির ফলে আদালতের রায়ে কয়েক হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের তালিকায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এক হযবরল পরিস্থিতি। শিক্ষকের অভাবে বহু স্কুলে পড়াশুনা শিকয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছুক নয়। এমনকি ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যে দ্রুত হারে কমছে তা বোঝা যায় মাধ্যমিকে ৪ লক্ষ কম পরীক্ষার্থী, প্রাথমিকে ৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী স্কুলছুট হবার ঘটনায়। কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখীন করা যায় তার চিন্তাভাবনা না করে রাজ্য শিক্ষাদপ্তর বিদ্যালয় সংখ্যা কমিয়ে আনার কৌশল গ্রহণ করছে। এই তালিকায় ৮ হাজারেরও বেশি বিদ্যালয়ের নাম আছে বলে জানা গেছে। ঘটনা জানাজানি হবার পর বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়ে সরকার টোক গিলে বলেছে যে এমন খবর সঠিক নয়। যা রটেছে তার কিঞ্চিৎ সত্য হলেও শিক্ষাক্ষেত্রের পরিস্থিতি গভীর আশঙ্কাজনক সন্দেহ নেই। বেসরকারি বিদ্যালয় রমরম করে বাড়লেও সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের সেখানে প্রবেশের সুযোগ নেই বললোই চলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষকের পরিবর্তে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে পড়ানোর উদ্ভট সিদ্ধান্তে। প্রাথমিক শিক্ষকের ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ এবং প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে সিভিক ভলান্টিয়ার হবার ন্যূনতম যোগ্যতা হল ক্লাশ এইট পাশ করা। ফলে এই উদ্ভট চিন্তার বিরোধিতা করে বিরোধীদের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ে প্রশাসন সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে পড়ানোর বিজ্ঞপ্তি স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। তবে তারা নাকি স্কুলের বাইরে সাপ্লিমেন্টারি ক্লাশ নেবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষনীতি ২০২০-তে বলা হয়েছে শিক্ষকের অভাবে কমুইনিটি শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অর্থাৎ স্থায়ী শিক্ষকের চাকরির পরিবর্তে কমিউনিটি শিক্ষার উপর জোর দিতে চায় কেন্দ্র। মোদি সরকারের আমলে কর্মসংস্থান রেকর্ড গতিতে কমেছে। স্থায়ী শিক্ষকের বদলে কমুইনিটি শিক্ষার মাধ্যমেও কর্মসংস্থান কমানোই লক্ষ কেন্দ্রের। রাজ্যের তৃণমূল সরকারও শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে শিক্ষকের অভাব মোটাতে চাইছেন মনে করা অসঙ্গত নয়। মুখে বিজেপি বিরোধিতা করলেও মমতা ব্যানার্জি সরকার কেন্দ্রের মোদি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-কেই গ্রহণ করতে চাইছেন কি ?

খেতমজুর ও দলিত শ্রেণির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জরুরি

তপন গাঙ্গুলী

আমাদের দেশে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট কৃষকের সংখ্যা ১১,৮৬,৬৯,২৬৪ জন। আর, কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ১৪,৪৩,২৯,৮৩৩। অথচ তুলনামূলক অনুপাতে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে ভারতীয় কৃষিতে মজুরি ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। আইনসভায় কৃষি শ্রমিকের জন্য কোনো পৃথক আইন নেই। এদের সমস্যা কোনো সময়েই সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। ভারতের কৃষি সংকটে গ্রামীণ ভারতে বেকারত্ব বাড়ছে। ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কৃষি সংকট তীব্রতর হচ্ছে। ২০০১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত কৃষকের সংখ্যা কমেছে ৯০ লক্ষ। কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৩ কোটি। এর অর্থ দাঁড়ায়, জমির উপর রাজগারের তুলনায় মজুরি শ্রমের উপর নির্ভরতা বাড়ছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি,যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে কৃষিতে কর্মদিবস ক্রমাগত কমছে। কৃষি শ্রমিকরা বছরে মাত্র ৩৮ থেকে ৫২ দিন কাজ পেয়ে থাকেন। বহু সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ সর্বহারা শ্রেণির জন্য যে অধিকার অর্জন সম্ভব হয়েছিল, সেই অধিকারকে ক্রমশ খর্ব করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য মনরেগার দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি আজও অধরা থেকে গেছে। ৩৪টি রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে ২৪টি রাজ্যের বৃদ্ধি ৫ শতাংশের কম। সমস্যার মূল কারণ হলো কাজের জন্য ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও মনরেগার জন্য বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করা। সর্বশেষ সংশোধিত বাজেটে মনরেগা প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হলো।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কি বছরে বাজেট বরাদ্দে এই প্রকল্পের জন্য টাকা কমিয়ে চলেছে। এ ছাড়াও বিতর্কিত

পরামর্শ দিয়ে চলেছে, জাতপাতের ভিত্তিতে তহবিল বরাদ্দ,কাজ ও মজুরি প্রদানকে নিয়ে বিভাজনের রাজনীতির খেলা করছে। জুড়ে দেওয়া হচ্ছে পুলিশি তৎপরতা, মিথ্যা মামলার মতো ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা। খেতমজুর গ্রামীণ শ্রমিকশ্রেণি ব্যাপক সমস্যায় পড়েছেন। খেতমজুর শ্রেণির দাবিতে নয়, কড়পক্ষের ইচ্ছায় কাজ জোটার ফলে মজুরি পরিশোধ বিলম্ব ঘটে। বিপুল পরিমাণ মজুরি বকেয়া থেকে যাচ্ছে। মনরেগার কাজের জায়গার সমস্ত সুবিধা, অধিকারের নিয়মাবলী শুধুমাত্র নিয়ম বইতেই লেখা রয়েছে, বাস্তবে নিয়মাবলী কার্যকরী করা হচ্ছে না। বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া, কাজের দিন কমে যাওয়া, একই মজুরি থেকে যাওয়ার কারণে খেতমজুরদের আয় কমে যাচ্ছে। সরকার ঘাড় থেকে মনরেগার বোঝা নামিয়ে ফেলতে পারলে বঁচে যায়। তাই সরকারের পক্ষে মনরেগার মজুরি বাড়ানোর কথা মাথায় আসে না। কেরালা, বাংলা, ত্রিপুরা, জম্মু-কাশ্মীর ছাড়া ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ভূমিসংস্কার বাস্তবায়িত না হওয়ায় জমির মালিকানার অসম প্রকৃতি অব্যাহত আছে। সমস্ত গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে দলিত ও অন্যান্য সামাজিকভাবে অবদমিত অংশের মধ্যে ভূমিহীনতা লক্ষ্যণীয়ভাবে বাড়ছে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার বন ও খনি সম্পদের অবাধ কর্পোরেট লুটপাটের সুবিধার্থে আদিবাসীদের জন্য বন অধিকারগুলি খর্ব করার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও লাখ লাখ মানুষের বসবাসের জন্য নিজস্ব বসতি নেই। ভারতের খেতমজুর দলিত শ্রেণির করুণ চিত্র বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের গৃহহীনদের সংখা ছিল ১৭ লক্ষ

৭০ হাজার। এই সময়কালে সংখ্যা বেড়েছে নিঃসন্দেহে সেই অনুপাতে। প্রধান কারণ অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন কারণে বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন। কর্পোরেটের স্বার্থে সরকারি প্রশাসন, বাছবলীদের পক্ষে সরকার কর্তৃক জমি দখলের ঘটনায় এই সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে হিন্দু শাস্ত্রে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণের যে সঙ্গা দেওয়া হয়েছিল তাকে প্রকট করে তোলা হচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় শূদ্ররা যেভাবে শাসন শোষণের সর্বাধিক শিকারে পরিণত হয়ে আসছিল এখন আর এস এস পরিচালিত বিজেপি সরকারের শাসন ব্যবস্থায় সামাজিক গণতন্ত্র দলিত ও অন্যান্য নিম্নবর্ণীয়দের জন্য কতখানি সুরক্ষিত তা সকলের দৃষ্টিগোচরে আছে। আরএসএস –বিজেপি হিন্দুরাষ্ট্র, হিন্দু জাতিভিত্তিমের প্রসার অতীবানকে ঘোষিত এজেন্ডায় রেখেছে। তারজন্যই সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়গুলি অস্বীকার করে দলিত ও নিম্নবর্ণীয়দের উপর অমানবিক সামাজিক নিপীড়ন বৈষম্যের শিকার করে চলেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন খুন, ধর্ষণ, সামাজিক বয়কট, মারধর, জমি থেকে উচ্ছেদের খবর মিলছে। দোষীদের শাস্তি হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। উল্টে দিলেই মামলা চাপানো হচ্ছে দলিতের উপর। দলিত নারীদের উপর বড় ধরনের অপরাধের ঘটনা বাড়ছে। তফসিলি জাতি-উপজাতিদের স্বার্থে প্রিভেনশন অফ এট্রোসিটিজ এক্ট-এর বিধানগুলি যথাযথ পালন হচ্ছে না। আন্তর্নর্ন বিবাহের ক্ষেত্রে অনার কিলিং-এর ঘটনা বাড়ছে। সমাজের অবহেলিত ও নিপীড়নের শিকারে পর্যুদন্ত এই অংশ। ভারতের দলিত শ্রেণি ও কৃষি শ্রমিক খেতমজুরদের মধ্যে

সামঞ্জস্য বিশাল। কারণ, দলিতদের প্রায় সবাই কৃষি শ্রমিক বা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। মোট কৃষি শ্রমিকের সংখ্যার প্রধান অঙ্গ হলো দলিত শ্রেণি। এই অংশের মুক্তি ছাড়া দেশের অগ্রগতি আদৌ সম্ভব নয়। এখন ১০০ দিনের কাজও প্রায় বন্ধ। আমাদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়ন ২০০ দিনের কাজের দাবি ও ৬০০ টাকা মজুরির দাবিতে লড়াছে। কেন্দ্রের সরকার মনরেগার বরাদ্দ কমিয়েছে। রাজ্য সরকার ভূমিহীন গরিব মানুষকে বঞ্চিত করছে। শিক্ষার সার্বজনীনতা নেই। গ্রামীণ শ্রমজীবী পরিবারের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। আবাস যোজনায় গৃহহীন সব খেতমজুর দলিতের ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহনির্মাণের দাবি সহ আবাস যোজনায় রাজ্য সরকারের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালানো প্রয়োজন। ভূমিহীন গরিব মানুষদের হাতে একশত জমির দাবিতে লড়াই চাই। দলিত খেতমজুর পরিবারে বিনে পয়সায় বিজলীর আলো চাই।

সামাজিক সুরক্ষা চাই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ তীব্র আন্দোলন চাই। হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দলিতদের সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করা হচ্ছে। অথচ সংঘ পরিবারের নজরে দলিতদের কোনো স্থান নেই, নাম নাই। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার জন্য বিজেপি-আর এস এস আজ দলিতদের নিয়ে সংগঠন করছে। এই সহজ সরল কথাটি দলিত শ্রেণির বোধগম্যের মধ্যে আনা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটেই আগামী ২১ শেষ মার্চ কলকাতার লাহিড়ী মুখার্জি হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খেতমজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে খেতমজুর, দলিত কনভেনশনকে সফল করে তোলার আহ্বান জানাই।

শিল্প ও কাজের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে ঃ প্রসন্ন নিজস্ব সংবাদদাতা

ভারতীয় গণ নাট্য সংঘের (আইপিটিএ) পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন ১৭ মার্চ শুক্রবার ডালটনগঞ্জের স্থানীয় শিবাঞ্জি ময়দানে ১৫টি ধামসার তালে শুরু হয়েছে। যেখানে শহরের বিভিন্ন জনপথে আলোড়ন তোলা বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ঐক্য, সামা, শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা পৌঁছে দেয়। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ছবি তুলে ধরে। সাংস্কৃতিক সমাবেশে সেই ভাবধারা তুলে ধরতে একটি মুকনাটা পরিবেশন করেন। নগরবাসীকে অভিভূত করা এই নজিরবিহীন দৃশ্যে শিল্পীরা ব্যান্ড, লোকনৃত্য, লোকগীতি, দলে দলে লোকগান গেয়ে, পতাকা ওড়ানো ব্যানার হাতে মানবতার কণ্ঠস্বর তুলে ধরেন শিল্পীরা। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আগে সকাল ৯টায় পতাকা উত্তোলনে আইপিটিএর (ইপটা) বিভিন্ন দলের লোকগান পরিবেশন ও পরে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা এক ভিন্ন বাতাবরণ সৃষ্টি করে।

শুক্রবার এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্যে ইপটা জাতীয় সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পী রঙ্গকর্মীর সংগঠক প্রসন্ন, গজল রচয়িতা গওহর রাজা এবং সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উপস্থাপন করে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাকেশ যা বলেছেন এখানে সেই মূল সারাংশ তুলে ধরা হল।

প্রসন্ন বলেছেন যে এমন এক সংকটের সময়ে আজ আমরা মিলিত হয়েছি , যখন দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হচ্ছে। আজ কাজের থেকে হাত আর শিল্পকলার থেকে সম্পর্ক ভেঙে দেওয়া চলছে। আমাদের কাজই আমাদের ঈশ্বর। মন্দির, মসজিদ বা গির্জা তৈরি হয় ঈশ্বরের জন্য কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি করা যায় না। কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। এটাই সাধুত্ব। সাধক রবিদাসকে স্মরণ করুন। তিনি বলেছেন, মাটির সম্পর্কই ঈশ্বরের সম্পর্ক।

উরোধনী অধিবেশনে প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী ও গজল রচয়িতা ‘গওহর রাজা সচ জিন্দা হ্যায়’ কবিতা দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে সত্য কথা বলা খুবই জরুরি, আওয়াজ তোলার জরুরি। আজ সেই সময় এসেছে যখন ওঠা আমাদের দেশের ৭০ বছর ধরে যে কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তা ভেঙে ফেলতে হবে । আদালত, শিক্ষা, মিডিয়াসহ অন্য সব ক্ষেত্রেই আজ তাই ঘটে চলেছে। প্রশ্ন উঠেছে গরিবের ছেলে পড়তে পারবে তো!

সংগঠনের অধিবেশনে সংগঠনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাকেশ বলেন যে আইপিটিএর মহান উত্তরাধিকার মনে রাখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন বর্তমান পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। ভভা, খাজা আহমেদ, চিত্তো প্রসাদের পাশাপাশি হাজার হাজার নামে আমরা গর্ব করতে পারি। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে অপনার শক্তি এবং জনগণের সাথে সম্পর্ক পরীক্ষা করা আরও জরুরি ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অতিথিরা এসে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুখদেব সিং সিরসা (পাঞ্জাব), রাকেশ বেদা (উত্তরপ্রদেশ), এন বালাচন্দ্রন (কেরল), হিমাংশু রাই (মধ্যপ্রদেশ), মধু মনসুরি (ঝাড়খণ্ড), মিথলেশ ও রণেন্দ্র (ঝাড়খণ্ড), বেনা রাকেশ (উত্তরপ্রদেশ), মো. রাজেশ শ্রীবাস্তব (ঝাড়খণ্ড), তানভীর আখতার (বিহার), উষা আখলে (মহারাষ্ট্র) ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আইপিটিএর জাতীয় যুগ্ম সম্পাদক শৈলেন্দ্র কুমার।

প্রথমদিনের অধিবেশনে বিহার আইপিটি-এর ফিরোজ আশরাফ খান জাতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টার ওপর বক্তব্য রাখেন এবং মহারাষ্ট্র আইপিটিএর বিশিষ্ট সংগঠক উষা আখলে সংগঠনের কার্যক্রমের বিবরণ উপস্থাপন করেন।

পুতিনের বিরুদ্ধে পরোয়ানা ঃ বুশ–ব্ল্যেয়ারের কী হবে

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁকে বিচারের আওতায় আনতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। এই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পরপরই অনেকগুলো দেশের সরকারের অপরাধ, অনেকগুলো দেশের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এর মধ্যে পশ্চিমা দেশগুলোর নাম যেমন আসে তেমনি আসে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর নাম। সেই আলেচনায় যাওয়ার আগে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের কর্মকাণ্ডে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

আন্তর্জাতিক আইনের

হয়েছে। আবার শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে কারু করতে ইউক্রেনের বৈদ্যুতিক স্থাপনা, বাড়িঘর উষ্ম রাখার তাপ সরবরাহ ব্যবস্থায় (হিটিং সিস্টেম) হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী। এমনকি যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র ৭০০, হাজার কিলোমিটার দূরে বেসামরিক স্থাপনাতেও রুশ বাহিনীর গোলা পড়ছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করলে, প্রেসিডেন্ট পুতিন কতটা দারী, সেটা বোঝা সহজ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত তাঁর ওয়েবসাইটে যে সজ্ঞান বা ব্যাখ্যা দিয়েছে, তা অনুসারে যুদ্ধের সময় নির্ঘাতন, অঙ্গচ্ছেদ, শারীরিক শাস্তি, জিম্মি করা এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-এসব যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। আবার মানুষের মর্যাদাহানিকর কর্মকাণ্ডে যেমন ধর্ষণ, জোর করে পতিতাবৃত্তি লুটপাট, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে এবং এসব ঘটনার বিচারিক ক্ষমতা আইসিসির রয়েছে। আবার গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারিক ক্ষমতাও রয়েছে আইসিসির।

কোন অপরাধগুলো যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে

রাষ্ট্রসংঘের ওয়েব সাইটে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনে অনুসারে যুদ্ধাপরাধ চিহ্নিত হয়। যে ‘রোম সংবিধির’ ওপর ভিত্তি করে আইসিসি প্রতিষ্ঠিত সেই সংবিধির অনুচ্ছেদ ৮-এ বলা হচ্ছে, ইচ্ছাকৃত হত্যা, নির্ঘাতন বা অমানবিক আচরণও যুদ্ধাপরাধের শামিল। যুদ্ধবন্দি নির্ঘাতন, বেআইনি নির্বাসন বা স্থানান্তর বা বেআইনি বন্দিত্বও এই অপরাধের শামিল। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের দিকে নজর ফেরালে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, পুতিন এসব অপরাধ করেছেন কি না। নজর এবার একটু অন্য দিকে দেওয়া যেতে পারে। সেটা হলো, সন্ত্রাসবাদ দমন করতে গিয়ে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে পশ্চিমারা কি যুদ্ধাপরাধ করেছে? যদি সেটা করতে থাকে, তবে সে জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

ইরাক গণবিধ্বংসী অস্ত্র

বানাচ্ছে, জঙ্গিসংগঠন আল-কায়েদাকে সাহায্য করছে-এসব অভিযোগ তুলে ২০০৩ সালে ইরাক হামলা চালায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী। ‘সন্ত্রাসবাদ দমন’-বিশ্বজুড়ে এই শব্দবন্ধের প্রচল হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রে সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলাকে ঘিরে। এর জেরেই মূলত ইরাকে

মোজাহিদুল ইসলাম মণ্ডল

হামলা। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুসারে, ২ লাখ ৭৫ হাজার থেকে ৩ লাখ ৬ হাজার মানুষ এই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন। তবে যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক ও তথ্যচিত্র নির্মাতা রবার্ট ইনলাকেশের মতে, মার্কিন হামলায় ১০ লাখেরও বেশি ইরাকি নিহত হয়েছেন।

সংখ্যাটা যতই হোক, তা দিয়ে আসলে হামলার বৈধতা পাওয়া যায় না। কারণ, যে অভিযোগ তুলে হামলা চালানো হয়েছিল, সেই ইরাক সরকারের সঙ্গে আল-কায়েদার সংশ্লিষ্টতা সেই সময় পাওয়া যায়নি। ৯১১-এর সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন তদন্ত প্রতিবেদনেই বলা হয়েছিল, ওই হামলা চালানোর ক্ষেত্রে আল-কায়েদার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের সরকারের কোনো সহযোগিতামূলক ‘কার্যকর কোনো সম্পর্ক’ ছিল না।

যুদ্ধে ইরাকে সাধারণ মানুষ হত্যা থেকে শুরু করে কারাগারে বন্দি নির্ঘাতনের অহরহ ঘটনা ঘটেছে। ইরাকের আবু গারিব কারাগারের কথা অনেকেই মনে থাকার কথা। সেখানে বন্দি নির্ঘাতনের ঘটনা ছিল বহুল চর্চিত বিষয়। সময়েরা ব্যবধানে

যুদ্ধের জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। এমনকি ব্ল্যেয়ারের দল লেবার পার্টিও ক্ষমা চেয়েছিল (ইরাক যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের স্বজন এবং আহত ব্যক্তিদের কাছে লেবার পার্টির নেতা জেরমি করবিন দলের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়েছিলেন)। কিন্তু ব্ল্যেয়ারের কী হবে?

ইরাকে যুদ্ধে সঙ্গে আসে আফগানিস্তানে হামলার কথা। সেখানেও আল-কায়েদা দমনের কথা বলে হামলা চালায় মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী। হোয়াইট হাউসের প্রেসসনোটে উল্লেখ করা হয়েছে, আফগানিস্তানের বাহিনীকে প্রশিক্ষিত করতে এবং তাদের সরঞ্জাম বাবদ যুক্তরাষ্ট্র এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। কিন্তু যে তালিবানকে

হাটয়ে দিয়েছিল পশ্চিমারা সেই তালেবানের হাতেই আবার ক্ষমতা গেছে। মাঝ থেকে মারা পড়েছেন সাধারণ মানুষেরা। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনেই মার্কিন বাহিনীর অপরাধের কথা উঠে এসেছে। সেখানে হত্যা, বিচারবহির্ভূত গ্রেপ্তার, নির্ঘাতন-হেন কোনো অপরাধ নেই যে পশ্চিমা বাহিনীরা করেনি। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির গবেষণায় বলা হয়েছে, এই যুদ্ধে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর ৬৯ হাজার সেনা নিহত

হয়েছেন। অন্যদিকে আফগান বেসামরিক মানুষ মারা গেছে ৫১ হাজার বেশি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাড়ে তিন হাজারের বেশি সেনা নিহত হয়েছেন। ২০ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা এই যুদ্ধে আহত হয়েছেন। কোটির বেশি মানুষ এই যুদ্ধে উন্নাস্ত হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যে আরেকটি দেশ যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। সেটি হলো ইয়েমেন। এই গৃহযুদ্ধে আবার নতুন আরেক শক্তি নজরে আসে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতৃত্বাধীন বাহিনী নির্বিচারে হামলা চালিয়েছে সেখানে। অবাধ করা ব্যাপার হলো, ইয়েমেনের অভ্যন্তরীণ ইস্যাকে কেন্দ্র করে সৌদি নেতৃত্বাধীন বাহিনী চালিয়েছে। এ হামলা মানবিক বিপর্যয়কে এক চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে গেছে।

তিন কোটি জনবসতির এই দেশে মারা পড়েছে তিন লাখের বেশি মানুষ। রাষ্ট্র সংঘের হিসাবে, এর মধ্যে ৬০ শতাংশ মারা গেছে যুদ্ধের কারণে ঘটা খাদ্যাভাব ও রোগের কারণে। আরেক প্রতিবেদন অনুসারে, ইয়েমেনে যুদ্ধ ও যুদ্ধসংশ্লিষ্ট কারণে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের ৭০ শতাংশ পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। যুদ্ধের কারণে ইয়েমেনের ৩ কোটি মানুষের

মধ্যে ৪৫ শতাংশই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এই ‘নিরাপত্তাহীন’ একটি মার্জিত শব্দ আসলে। লক্ষ্য করে থাকবেন, সেখানকার দুর্ভিক্ষপিড়িত শিশুদের দিকে তাকানো বেশ কষ্টসাধ্য। ইয়েমেনে এমন অনেক শিশুর ছবি পাওয়া যায়, গণমাধ্যমে প্রকাশ করাও কঠিন। গণমাধ্যমে ছবি প্রকাশ করাও কঠিন এমন অনেক ঘটনা আফগানিস্তান, ইরাকেও ঘটেছে। পশ্চিমা গণমাধ্যমই এমন ঘটনা প্রকাশ করেছে। কিন্তু পদক্ষেপ চোখে পড়ার মতো নয়।

আইসিসি বলছে, ইউক্রেনে রাশিয়ার দখল করা অঞ্চলগুলো থেকে শিশুদের বেআইনিভাবে রাশিয়ার সরিয়ে নেওয়া ও বাস্তুচ্যুত করার সঙ্গে পুতিন জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এ জন্য তাঁকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। কিন্তু আদৌ তাঁর কী হবে, সেটা অজানা। যেকোনো যুদ্ধাপরাধীর বিচার হওয়া উচিত। এমন অপরাধ বিবেচনায় নিলে প্রশ্ন ওঠে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যেয়ার, যুক্তরাষ্ট্র সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ, সৌদি আরব বাদশা সালমান বিন আবদুল আজিজ কিংবা যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানকে কী বিচারের আওতায় আনতে দেখা যাবে?

বিরোধী শিবির মনে করছে আদানি কাণ্ডে জেপিসি-র তদন্ত অবশ্যম্ভাবী

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : গৌতম আদানির দাদা বিনোদ আদানি তাদের প্রোমোটার গোষ্ঠী’র অংশ বলে আদানি গোষ্ঠী স্বীকার করে নিয়েছে। এর পরে আদানি কাণ্ডে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)–র তদন্ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে বলে কংগ্রেস–সহ বিরোধী শিবির মনে করছে।

কংগ্রেস–সহ বিরোধী শিবির আজ সংসদে সরাসরি নরেন্দ্র মোদি সরকারকে আদানি সরকার তকমা দিয়ে আদানি সরকার হায় হায় বলে স্লোগান তুলেছে। সনিয়া, রাহুল গান্ধি–সহ কংগ্রেস ও অন্য বিরোধী দলের সাংসদেরা সংসদ চত্বরে গান্ধী–মূর্তির সামনে ধন্যয় বসে জেপিসি–র দাবি তুলেছেন।

পাল্টা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেছে বিজেপি। শাসক–বিরোধী চাপানউতোরের মাঝে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান,

শাসক ও বিরোধীরা যদি স্পিকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে, তা হলেই অচলাবস্থা কাটতে পারে।

হিন্দেনবার্গ রিপোর্টে বলা হয়েছিল, শিল্পপতি গৌতম আদানির গোষ্ঠীর শেষারে তাঁর দাদা বিনোদের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন উইফোড় সংস্থা লগ্নি করে আদানির শেষারের দর কৃত্রিম ভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই সংস্থাগুলি মূলত বিদেশের বিভিন্ন করফাঁকির স্বর্ণরাজ্যে তৈরি করা হয়েছিল।

যাতে আদানিদেরই টাকা ঘুরপথে ফের আদানিদের শেষারে লগ্নি করে শেষার দর বাড়ানো যায়।

আদানি গোষ্ঠীর এত দিন দাবি ছিল, তাদের কোনও শেষার বাজারে নথিভুক্ত সংস্থার পদে নেই বিনোদ। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আদানি গোষ্ঠী বৃহস্পতিবার জানায়, বিনোদ তাদেরই

প্রোমোটার গোষ্ঠী’র অংশ। মালিকদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

কংগ্রেসের বক্তব্য, আদানি পরিবার এনডেভার ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট নামক সংস্থা খুলে অনুজ্ঞা সিমেন্টস ও এসিসি লিমিটেড অধিগ্রহণ করেছিল।

তার লাভ গিয়েছিল বিনোদ ও রঞ্জনাবেন আদানির কাছে। বিনোদের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর সম্পর্ক না থাকলে এটা কীভাবে সম্ভব? কংগ্রেসের প্রশ্নের মুখে বিজেপি সভাপতি জে পি নন্ডা রাহুলকে নিশানা করেছেন।

তাঁর অভিযোগ, রাহুল দেশবিরোধী শক্তির হাতিয়ার বা অ্যাগিট–ন্যাশনাল টুলকিট–এর পাকাপাকি অংশ হয়ে উঠেছেন।

স্মৃতি ইরানি কর্নটিকে ভোটপ্রচারে গিয়ে বলেন, রাহুল বিদেশে গিয়ে দেশের অপমান করেছেন। কংগ্রেস যাতে

একটিও ভোট না পায়, তার শপথ নিতে হবে। নন্ডার মন্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে বলেন, বিজেপি কোনও স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেয়নি। তারা নিজেরাই দেশবিরোধী। সরকার রাহুলের ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে অনড় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে অমিত শাহ অবশ্য বলেন, দু’পা ওরা এগোক, দু’পা আমরা। তা হলেই অচলাবস্থা কাটবে বলে মনে করি।

কিন্তু তা না করে যদি শুধু সাবাদিক বৈঠকই হয়, তা পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হবে না। এই অধিবেশনে অর্থবিল পাশ করানোর দায় রয়েছে সরকারের।

সেই দায় থেকেই শাসক শিবির কিছুটা নরম মনোভাব নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক শিবির।

মোদি উদ্বোধন করেছিলেন ৬ দিন আগে বৃষ্টিতে কোমর জল বেঙ্গালুরুর নতুন হাইওয়েতে

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ : এখনও এক সপ্তাহ কার্টেনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্নটকের বেঙ্গালুরু–মাইসোর হাইওয়ের উদ্বোধন করেছেন। এরমধ্যেই প্রবল বৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে গেল। কোথাও কোথাও এমন অবস্থা যে গাড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত জল উঠে আসছে। ১১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই হাইওয়ে অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু ৬ দিনের মাথায় এমন ঘটনায় মুখ পুড়েছে কর্নটিকের বিজেপি সরকারের।

রামানাগারা অঞ্চলে হাইওয়ের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। জলমগ্ন থাকার কারণে গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে গিয়েছে। ফলে তীব্র যানজট তৈরি হয়েছে। বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাও ঘটেছে। এক গাড়ির চালক এ ব্যাপারে দায়ী করেছেন


 কর্নটিকের বেঙ্গালুরু–মাইসোর হাইওয়ে এরমধ্যেই প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে গেল। ফটো : সংগৃহীত।

মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোশ্মাইকে।

তাঁর কথায়, তাড়াতাড়ো করে এই হাইওয়ের উদ্বোধন করানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে। এখন ভুগছেন সাধারণ মানুষ। এই

হাইওয়ে উদ্বোধন করতে গিয়েই ভোটমুখী কর্নটিকে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছিলেন মোদি। বলেছিলেন, কংগ্রেস কবর খুঁড়ছে আর আমি রাস্তা বানাচ্ছি।

আট হাজার ৮৪০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে এই হাইওয়ে তৈরি করতে। কিন্তু উদ্বোধনের ছ’দিনের মাথাতেই সব জৌলুস জল হয়ে গেল।

মোদির বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : এ বার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সংসদে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে নোটিস দিল কংগ্রেস।

বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা নিয়ে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমি বুঝতে পারি না নেহরুর পরিবারের উত্তরপুরুষেরা কেন তাঁর পদবি ব্যবহার করেন না? কংগ্রেস সাংসদ কে সি বেণুগোপাল রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে নোটিস পাঠিয়ে অভিযোগ তুলেছেন, মোদি রাজ্যসভায় নেহরু পরিবার, বিশেষত লোকসভার সাংসদ সনিয়া ও রাহুল গান্ধির সম্পর্কে কটাক্ষের সুরে অমর্যাদাপূর্ণ, অপমানজনক ও মানহানিকর মন্তব্য করেছেন।রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা নিয়ে আলোচনার সময়েই রাহুল গান্ধি লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি ও শিল্পপতি গৌতম আদানির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলায় বিজেপি সাংসদেরা তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছিলেন।

সংসদের নিয়মরক্ষা বা প্রিভিলেজ কমিটিতে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে রাহুলের সাংসদ পদ খারিজেরও দাবি তুলেছিলেন। যুক্তি ছিল, রাহুল প্রধানমন্ত্রীর


 শুক্রবার আদানি কাণ্ডের প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে কংগ্রেস–সহ বিরোধীদের বিক্ষোভ। ফটো : পিটিআই

বিরুদ্ধে অসংসদীয়, বিদ্রাস্তিকর কথা বলে দোষারোপ করেছেন।

এখন আবার নিশিকান্ত দাবি তুলেছেন, বিদেশে গিয়ে দেশ ও সংসদ সম্পর্কে অসম্মানজনক মন্তব্য করার যে অভিযোগ রাহুলের বিরুদ্ধে উঠেছে, তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হোক। সূত্রের খবর, রাহুলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জমা পড়েছে তা খতিয়ে দেখতে এই মাসেই বৈঠকে বসবে প্রিভিলেজ কমিটি এবং তাঁকে ডাকা হবে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের রজনী পাটিল, আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিংহদের মতো বিরোধী সাংসদদের বিরুদ্ধেও নিয়মরক্ষা কমিটিতে অভিযোগ জমা পড়েছে। এ বার খোদ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে

স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ তুলে কংগ্রেস পাল্টা জবাব দিল।

বেণুগোপাল রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে লিখেছেন, নেহরুর পদবি কেন গান্ধীরা ব্যবহার করেন না, প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যই অযৌক্তিক।

প্রধানমন্ত্রী জানেন, বাবার পদবি মেয়েরা বিয়ের পরে ব্যবহার করেন না। তা সত্ত্বেও তিনি কটাক্ষ করেছেন।

এই মন্তব্যের সুরটাই ছিল নিন্দা করার। মোদি স্পষ্টতই সনিয়া, রাহুলের সাংসদেরা ওয়েলে মর্যাদাহানি করেছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানিয়েছেন বেণুগোপাল।

কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের

নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।

তবে বিরোধী সাংসদেরা ওয়েলে নামলে কিংবা তাঁরা একই বিষয়ে আলোচনার জন্য একাধিক নোটিস জমা দিলে অথবা অধিবেশনের ভিতরে ছবি তুললে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দেওয়া হয়ে থাকে।



হেমলতা পান্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : ওড়িশার সিপিআই নেত্রী হেমলতা পান্ডার জীবনাবসান হয় ভুবনেশ্বরের ক্যাপিটাল হাসপাতালে শুক্রবার রাত ১০.৩৫ মিনিটে। প্রয়াতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ দিন ধরেই তিনি ওই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রামচন্দ্র পান্ডার মা। মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে রামকৃষ্ণ পান্ডার অন্য ভাই রাজীব লোচন পাণ্ডা এবং দুই বোন সুজাতা এবং মধুরী উপস্থিত ছিলেন। সিপিআই সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা সহ রাজ্য পার্টির অন্যান্য নেতৃত্ব তাঁর জীবনাবসানে শোক প্রকাশ করেছেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে

ভারতের আধুনিকতা আর দেশের সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

সংবাদদাতা : দেশের স্বাধীনতার পরে কেটে গেছে পঁচাত্তরটি ঘটনাবহুল বছর।

দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব।

এরকম এক সময়ে ঐতিহাসিকদের দায় থেকে যায়, এই ফেলে আসা সময়কে বিচার বিশ্লেষণ করার।

ভারত আধুনিকতার পথে কতটা পা হাঁটতে পারল? তার বিচার তো শুধু বছরের হিসেবে হবে না। ফিরে দেখতে হবে দেশের সমাজ সংস্কৃতিকে। ঠিক সেই কাজটা করার জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আয়োজন করে দু’দিনের এক আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের।

এই আলোচনায় যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গের সীমা ছায়ে অন্য রাজ্যের এবং বাংলাদেশের অধ্যাপক গবেষকরা। এই আলোচনাচক্রের উদ্বোধন হয় ১৬ মার্চ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিদ্যাসাগর সভাগৃহে। উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানস কুমার সান্যাল এবং সহ–উপাচার্য অধ্যাপক সৌতম পালা। উপাচার্য ও সহ–উপাচার্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

আলোচনাচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অলক কুমার ঘোষ।

আলোচনাচক্রের প্রথম দিনে আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিতেন্দ্রকুমার প্যাটেল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেঘালয়ের শিলং–এর নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক শাহনুর রহমান।

আলোচনাচক্রের বিষয় উপস্থাপন করতে গিয়ে আরচনাচক্রের আহ্বায়ক অধ্যাপক সবাসচাঁচী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আধুনিকতার দিকে ভারতের

যাত্রাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করা ঐতিহাসিকদের কর্তব্য। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর ওপনিবেশিক আমলের পর ভারত তার মুক্তি অর্জন করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের এই লড়াইতে ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে পশ্চিমী ধারণার আধুনিকতার।

আর তখনই দেশের মানুষ উপলব্ধি করেছেন, যে এদেশের ব্রিটিশ শাসক আদৌ মানে নি পশ্চিমি রাজনৈতিক দর্শনকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শকে শাসক আদৌ অনুসরণ করেনি। দেশের মুক্তি সংগ্রাম চেষ্টা করেছিল জাতি–প্রতিষ্ঠা করে, যা ছিল আধুনিকতার দিকে যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

স্বাধীনতার পরে জাতি–রাষ্ট্র কতটা পারল তার নাগরিকদের কাছে স্বাধীনতার সুফল পৌঁছে দিতে? এইসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় এই আলোচনাচক্রে।

আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় দিনে

আমন্ত্রিত বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মহম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যযুগ ও আধুনিক ভারতের আশুতোষ অধ্যাপক অমিত দে। এ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গবেষকরা আলোচনাচক্রে তাঁদের গবেষণা উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশ থেকেও এসেছিলেন একাধিক গবেষক যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক মহম্মদ আজিম উদ্দিন।

ভারতের বহুমাত্রিক সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক এই আলোচনাচক্রে উঠে এসেছে। যেভাবে ক্ষমতায় আসীন লোকেরা এক ভাষা–এক ধর্ম–এক সংস্কৃতির ভারতের ধারণাকে তুলে ধরতে চাইছে তার বিপরীতে এই

বহুমাত্রিক ভারতের আদর্শকে তুলে ধরা আজ সকলের কর্তব্য। সে–কাজে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করল।

আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপকেরাও। কর্মজীবন থেকে আনুষ্ঠানিক অবসর নিলেও জ্ঞানচর্চার জগতে তাঁরা সক্রিয়। বিভাগের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক বন্ধনের কথা তাঁরা তাঁদের ভাষণে উল্লেখ করেন।

এঁদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক রাখালচন্দ্র নাথ, অধ্যাপক নিখিলেশ গুহ, অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকার, অধ্যাপক অমল দাস এবং অধ্যাপক নির্বাণ বসু।

আলচনাচক্রের প্রথম দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা সূতপা সেনগুপ্ত।

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিন পুলিশের পঞ্চাশেরও বেশি তল্লাশি চালাচ্ছিল অমৃতপাল ও তাঁর সঙ্গীদের সন্ধানে। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবা।

এদিন সকাল থেকে তৎপরতা শুরু হয়েছিল। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। অবশেষে জলদ্বারের নাকোদরে আটক করা হল তাঁকে। এক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যম সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।এদিন আগেই আটক করা হয়েছে অমৃতপালের ৬ সঙ্গীকে। তাঁদের কোনও অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়ে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিন পুলিশের পঞ্চাশেরও বেশি তল্লাশি চালাচ্ছিল অমৃতপাল ও তাঁর সঙ্গীদের সন্ধানে। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবা।

রবিবার পর্যন্ত ওই পরিষেবা বন্ধই রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। খলিস্তানি সংগঠন ওয়ারিস পাঞ্জাব দে’র প্রধান অমৃতপাল। গত মাসেই তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচর লন্ডপ্রীত তুফানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপরই অমৃতপাল লন্ডপ্রীতের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ প্রত্যাহার করতে আরজি জানান। সাক্ষ জানিয়ে

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও সমস্যা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে শুধুমাত্র প্রশাসন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। থানা যেহারা করেছিলেন অমৃতপালের অনুগামীরা। হামলায় আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। উল্লেখ্য, ওয়ারিস পাঞ্জাব দে তৈরি করেছিলেন প্রয়াত রাজনীতিবিদ দীপ সিধু। তাঁর মৃত্যুর পরই সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায় অমৃতপালের উপরে।

দেন, এক ঘটনার মধ্যে সমস্ত অভিযোগ খারিজ না করলে ফল ভাল হবে না। অভিযোগ বাতিল না করলে যদি কোনও

জেলায় জেলায়

মুর্শিদাবাদ জেলার পেঁয়াজ চাষিদের মাথায় হাত

আনসার মোল্লা, বহরমপুর : দাবি, রাজ্য সরকার চাষিদের কাছ থেকে পেঁয়াজ না কিনলে বা ফলন হলেও বিক্রি না হওয়ায় রপ্তানির উদ্যোগ না নিলে এবার চরম সমস্যায় পড়েছেন মুর্শিদাবাদের পেঁয়াজ চাষিরা। হবে। চাষিরা রাজ্য সরকারের জমির ফসল বাড়িতে তুলে কাছে পেঁয়াজ সংরক্ষণের দাবি বিপাকে পড়েছেন চাষিরা। তুলেছেন। জেলা পালন দপ্তরের পহিকারি পেঁয়াজ ব্যবসায়ীদের

জেলায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়। ইতিমধ্যে ২৫০টি মিনি স্টোর করে দেওয়া হয়েছে। চাষিরা আবেদন করলেই ওই স্টোরে মাল রাখতে পারবেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা, হরিরহরপাড়া, বেলডাঙা এলাকায় সবচেয়ে বেশি সুখসাগর পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। গত দু'বছর ধরে এখানকার চাষিরা নিজেরাই বাজ তৈরি করতে শুরু করেছেন। ফলে কমেছে খরচ, বেড়েছে ফলন। এবার অনুকূল আবহাওয়ায় ফলন ভালো হয়েছে।

নওদা ব্লকের সর্বাঙ্গপুরের চাষি বিকাশ মণ্ডল জানান, এবার বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ কুইন্টাল পেঁয়াজের ফলন হয়েছে। যা সর্বকালের রেকর্ড। বিঘা প্রতি পেঁয়াজ চাষে খরচ হয় ৩২ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। গত বছর দাম বেশি থাকায় লাভের মুখ দেখেছিল চাষিরা। এবার ফলন ভালো হলেও দাম তলানিতে। আগে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পেঁয়াজ যেত এবার তা পাঠানো যাচ্ছে না। লাভজনক পেঁয়াজের দাম না পাওয়ায় মাথায় হাত চাষিদের।

কুয়ো থেকে মহিলার দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা : অন্তালের মুন্সিপপুর এলাকার একটি কুয়ো থেকে এক মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। শনিবার সকালেই স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে বিষয়টি, খবর দেওয়া হয় অভ্যন্তরীণ থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অভ্যন্তরীণ থানার বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ।

উদ্ধার হওয়া মহিলার নাম হয়রানি বাউরী (৫৫)। স্থানীয় লোকেরাই প্রথমে জল আনতে এসে বিষয়টি লক্ষ্য করেন খবর দেওয়া হয় তার বাড়ির লোকদের। মৃত হয়রানি বাউরির ভাইপো অক্ষয় বাউড়ি জানান, মৃত মহিলা সম্পর্কে তার মাসি। তিনি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে তার চিকিৎসার জন্যই তাকে এখানে এনে রাখা হয়েছিল। মারোমথোই তিনি কাউকে কিছু না বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন, জানান অক্ষয়বাবু। তিনি বলেন, গতকাল রাতে কখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা কেউ জানেন না, পাড়ার লোকেরাই তাদের খবর দেয় ঘটনার বিষয়ে। ঘটনাস্থলে এসে তারা দেখেন তাদের মাসির দেহ পড়ে রয়েছে কুয়োতে। মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্য আনা হয় দমকল বাহিনীকে। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল বাহিনী মৃতদেহ উদ্ধার করে কুয়ো থেকে। মৃতদেহ উদ্ধার করার পর অভ্যন্তরীণ থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অভ্যন্তরীণ থানার পুলিশ।

৫০ বিঘা জমি ‘হাণ্ডরের মুখে’ গ্রামবাসীরা ফুঁসছেন বীরভূমে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বীরভূমের নানুরে ৫০ বিঘে জমি জোর করে দখলের অভিযোগ উঠলো অনুব্রত অনুগামীদের বিরুদ্ধে। জোর করে ৫০ বিঘা জমি বাউন্ডারি দিয়ে একেবারে দখল করে নিয়েছে। এখন ওই জমি এক সম্ভ্রমের মধ্যে ফেরত চাই। তা না হলে সমস্ত গ্রামবাসী অনশন বিক্ষোভে বসবেন।

নানুরে জমিহারাের অভিযোগ তাঁদের জমি জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই জমি এলাকার মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান নানুরের বাসপাড়া এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। অভিযোগের তীর বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত

কর্মাদক্ষ ও তৃণমূল নেতা আব্দুল করিম খানের বিরুদ্ধে। জমিহারা মহিলাদের অভিযোগ, মিলন মেলার জন্য যে মাঠ হয়েছে, সেখানকার ৪৫ বিঘা জমি হাতিয়ে নিয়েছেন আব্দুল করিম খান। জমি হাতানোর পিছনে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলেরও মদত ছিল বলে অভিযোগ। যদিও করিম খানের দাবি, কোনও অবৈধ কাজ হয়নি। মেলার মাঠের এই জমি এলাকার মানুষ স্বেচ্ছায় দিয়েছেন। ট্রাস্টের নামে এই জমি দান করা হয়েছে। অভিযোগকারী এক গ্রামবাসীর অভিযোগ, মেলার জন্য জমি নিয়ে নিয়েছে ২১

কাঠা। আরেক মহিলার বক্তব্য, কয়েকজন ছেলে এসে বলছেন, ডাকছেন করিম খান, যেতে হবে। জোর করে ৫০ বিঘা জমি একেবারে দখল করে নিয়েছে। জমি এক সম্ভ্রমের মধ্যে ফেরত চাই। তা না হলে সমস্ত গ্রামবাসী অনশন বিক্ষোভে বসবেন।

যদিও করিম খানের বক্তব্য, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। স্বেচ্ছায় সকলে রেজিস্ট্রি করেছে। তার দলিল আমাদের কাছে আছে। অবাস্তব কথা বললে হবে না। তাও আমরা সুযোগ দিয়েছি। ঘর তোমাদের থাকবে, ডেকরেশনের ব্যবসা


কর। জমি দখলের অভিযোগ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক চাপান-উতোর তৈরি হয়েছে। জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, এটা এখনও আমাদের দলীয় তদন্তের মধ্যে আসেনি। আমার কাছে যতটা খবর রয়েছে, বহু মানুষের উপকারের জন্য এটা করা হয়েছে। বড় কিছু করতে গেলে কিছু মানুষের ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতেই হবে। খোঁজ নিয়ে দেখছি, সেরকম কারোর আপত্তি থাকলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সদ্য প্রকাশিত

তরী হতে তীর
পরিবেশ প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ের বৃত্তান্ত
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
চতুর্থ প্রকাশ
দাম : ৫০০.০০ টাকা

ঠিকানা কলকাতা
সুনীল মুঙ্গী
তৃতীয় সংস্করণ
দাম : ২০০.০০ টাকা

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান
(চতুর্থ খণ্ড)
মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত
দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
দাম : ৪৫০.০০



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩


মনীষা প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই

জীবনী		
কার্ল মার্কস সংক্ষিপ্ত জীবনী	: নিকোলাই ইভানভ	৭০.০০
দর্শন		
দার্শনিক লেনিন	: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯০.০০
ইতিহাস		
ইতিহাসের ধারা	: সুশোভন সরকার	৭৫.০০
সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও		
রামের অযোধ্যা	: রামশরণ শর্মা	৩০.০০
বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য		১০০.০০
ঠিকানা : কলকাতা	: সুনীল মুঙ্গী	২০০.০০
সাহিত্য		
আলেক্সান্দর পুশকিন নির্বাচিত রচনাবলি		২৫০.০০
রবীন্দ্র সাহিত্য		
রবীন্দ্র ভাবনা		
নির্বাচিত প্রবন্ধ	: তপতী দাশগুপ্ত	১৫০.০০
কাব্যগ্রন্থ		
দিনেশ দাস কাব্যসমগ্র	:	২৫০.০০
বিজ্ঞান		
রাসায়নিক মৌল কেমন করে		
সেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল	: ড. ন. ত্রিফোনভ	
	ড. দ. ত্রিফোনভ	২৫০.০০
বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের		
ইতিহাস অনুসন্ধান	: মঞ্জুকুমার মজুমদার,	
	ভানুদেব দত্ত (মোট ১৫ খণ্ড)	
CAA, NRC, NPR	: ডি. রাজা, এইচ মহাদেবন	
মানছি না	ড. বি. কে. কন্দো	
বিজেপির স্বরূপ	: এ. বি. বর্ধন	
(পরিবর্তিত সংস্করণ)		

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

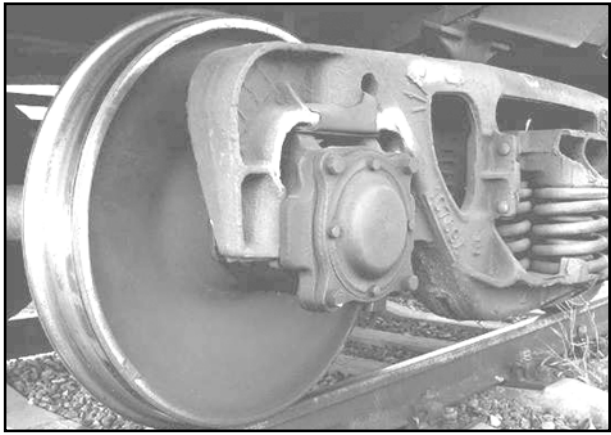
OUR ENGLISH PUBLICATIONS

Karl Marx Remembered : Editor : Philip S. Foner	Rs. 55.00
Somenath Lahiri Collected Writings : Rise of Radicalism in Bengal	Rs.15.00
in the 19th Century : Satyendranath Pal	Rs. 190.00
Peasant Movement in India	
19th-20th Centuries : Sunil Sen	Rs. 90.00
Political Movement in Murshidabad	
1920-1947 : Bishan Kr. Gupta	Rs. 85.00
Forests and Tribals : N. G. Basu	Rs. 70.00
Essays on Indology	
Birth Centenary tribute to Mahapandita	
Rahula Sankrityayana :	
Editor. Alaka Chattopadhyaya	Rs. 100.00



মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

রেলের চাকা তৈরির বরাত পেল টিটাগড় ওয়াগন



নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২৫০০ কোটি টাকার রেলের চাকা তৈরির বরাত পেল উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড। জানা গেছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং ভারত ফোর্জকে পিছনে ফেলে তারা এই বরাত পেয়েছে। রেলমন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তারা নিলামে অংশ নিয়ে এই বরাত পেয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়া প্রজেক্টের আওতায় এই চাকা তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই বরাত পেয়েছে রামকৃষ্ণ ফরজিং কনসারটিয়াম ও টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড। এই প্রজেক্টের আওতায় প্রতি বছর ৮০,০০০ চাকা তৈরি ও সরবরাহ করবে টিটাগড় ওয়াগন। ২০ বছরের জন্য এই প্রজেক্ট হাতে পেয়েছে টিটাগড়। জানা গিয়েছে, প্রজেক্টের জন্য ভারত ফোর্জ-এর দর ছিল ১৭,৮৭৫ কোটি টাকা ও স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর দর ছিল ১৮৮১৭.৫ কোটি টাকা। কিন্তু প্রায় ৫ কোটি টাকা কম হেঁকেও এই প্রজেক্ট পেয়েছে টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড ও রামকৃষ্ণ ফরজিং কনসারটিয়াম।

ওড়না দিয়ে ৭ বছরের শিশুকে বুলিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

মায়ের বিরুদ্ধে ওড়না দিয়ে ৭ বছরের শিশুকে বুলিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ

সংবাদদাতা : নরেন্দ্রপুরে ওড়না দিয়ে ৭ বছরের শিশুপুত্রকে ফ্যানের সঙ্গে বুলিয়ে মায়ের বিরুদ্ধে। পরিচারিকার তৎপরতায় বাঁচল শিশু। ঘটনা জানাজানির পরই আবাসনের ব্যালকনি থেকে বাঁপ দিয়ে অভিযুক্ত মহিলার। আহত অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে।

নরেন্দ্রপুর বেসরকারি ব্যান্কে কাজ করেন শিশুর বাবা। তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন। দাম্পত্য কলহের জেরেই এই ঘটনা বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

কিছুদিন আগে পারিবারিক অশান্তিতে প্রাণ হারিয়ে একরস্তির। পারিবারিক বিবাদের জেরে সাত বছরের ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধেই। শুধু তাই নয়, সন্তানকে খুন করে বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রীকেও অভিযুক্ত ফোন করেন বলে অভিযোগ। এসে সন্তানকে কবর দিয়ে যেতে ডাকেন বলে দাবি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ফাঁস দিয়ে শিশুপুত্রকে ফ্যানের সঙ্গে বুলিয়ে দিয়েছেন গৃহকত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই শিশুপুত্রকে রক্ষা করেন এবং প্রতিবেশীদের খবর দেন।

ঘটনা জানাজানি হতেই চারতলার ব্যালকনি থেকে বাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে ভর্তি করা হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে।

সুস্থ আছে তাঁর শিশুপুত্র। পুলিশ সূত্রে খবর, বেসরকারি ব্যান্কে কাজ করেন শিশুর বাবা। তিনি স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন। দাম্পত্য কলহের জেরেই এই ঘটনা বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

কিছুদিন আগে পারিবারিক অশান্তিতে প্রাণ হারিয়ে একরস্তির। পারিবারিক বিবাদের জেরে সাত বছরের ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধেই। শুধু তাই নয়, সন্তানকে খুন করে বিবাহবিচ্ছিন্না স্ত্রীকেও অভিযুক্ত ফোন করেন বলে অভিযোগ। এসে সন্তানকে কবর দিয়ে যেতে ডাকেন বলে দাবি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তির এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

অধ্যাপক ডঃ ওসমান গণির শেষ বিদায়



অধ্যাপক ডঃ ওসমান গণি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অজস্র ছাত্রছাত্রী, গুনমুগ্ধ মানুষের চোখের জল ও শ্রদ্ধায় শেষ বিদায় নিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও ইসলামিক সংস্কৃতি প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ ওসমান গণি। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার কাটাডিহি গ্রামে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, কলকাতার পার্কসার্কাস এলাকার ২৯ ঝাউতলা রোডের বাড়িতে দীর্ঘ রোগভোগের পর শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার কাটাডিহি (স্থানীয়দের কাছে কাটাডি নামে পরিচিত) গ্রামে ১৯৩৫ সালের ১ আগস্ট তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মহম্মদ ইউনুস। একজন

মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রভূমি। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও শ্রীকুমার সেনের প্রিয় ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন সত্তরের দশকে ইসলামী ইতিহাস বিভাগে। অল্পদিনের মধ্যেই তার পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা ছড়িয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণ মিশন সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে তিনি আমন্ত্রণ পেতেন বক্তা হিসাবে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ভারতের যোজনা কমিশনের সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের সদস্য, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য ও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড সদস্য হিসাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ অথচ ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন আরবি-পারসি-বাংলা ও ইংরেজিতে সুপণ্ডিত। অজস্র গ্রন্থ-প্রণেতা এই মানুষটির মৃত্যুতে দুই বাংলায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন এক কন্যা, পুত্র অধ্যাপক কাশাশাফ গণি ও স্ত্রী শওকত আরা গণিকে।

বাগুইহাটিতে আইপিসিএ-র বসন্ত উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৩ ফেব্রুয়ারী, রবিবার বাগুইহাটির দেশবন্ধুনগর স্কুলপাড়ার জনকল্যাণ সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় বাগুইহাটি শাখা ও দিশারী বাচিক শিল্পচর্চা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে বসন্ত উৎসব। সংঘ সভাপতি নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী স্বাগত ভাষণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধন সংগীত পরিবেশন করেন তপতী সেনগুপ্ত। সংঘের শাখা শিল্পীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী, রত্না চৌল। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন সংঘ-সম্পাদক ধনঞ্জয়



আইপিসিএ-র বসন্ত উৎসবে মধ্যে বিশিষ্টজনেরা

ফটো : নিজস্ব

সেনগুপ্ত ও সদস্য সুবীর সংস্থা কয়েকটি অনবদ্য নৃত্য পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান করে পরিবেশন করে। দিশারীর শিশু শিল্পী স্বপ্নানীল ঘোষ ও

শীলা ঘোষ। আমন্ত্রিত শিল্পীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বাচিক শিল্পী অমল গুহ ও ইন্দ্রনীল সেন। সংগীত শিল্পীত্রয়ী ছিলেন শিউলি সাহা, ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী ও অমিত কালি।

আমন্ত্রিত শিল্পীবৃন্দের সংঘের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। একক সংলাপী নাটকও সঞ্চারনা করেন দিশারীর মনীষা ভট্টাচার্য। অপর সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃত্য, গীত, নাট্য ও কথনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান অঞ্চলে বেশ সাড়া ফেলে।

ভুলসংশোধন

১৬ মার্চ জেলার পাতায় হাবড়ার বানীপুরের ডাঃ শিশির চক্রবর্তী স্মরণসভার সংবাদ প্রকাশিত হয়। স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করেন পুত্রবধূ সুস্মিতা চক্রবর্তী, কিন্তু ছাপা হয় সুস্মিতা চক্রবর্তী, সঙ্গীত পরিবেশন করেন নাতনি অস্মিতা চক্রবর্তী, কিন্তু ছাপা হয় রশ্মিতা চক্রবর্তী, পুত্রবধূ দীপাঙ্কিতা চক্রবর্তী, কিন্তু ছাপা হয় দীপালিপা চক্রবর্তী, স্মরণসভা সঞ্চালনা করেন পার্শ্বসারথি চক্রবর্তী, কিন্তু ছাপা হয় পার্শ্বপ্রতিম চক্রবর্তী। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

কালান্তর সম্পাদকমন্ডলী

বার্লিন সফরেও চাপের মুখে নেতানিয়াহ্

বার্লিন, ১৮ মার্চ : প্রায় ১০ সপ্তাহ ধরে দেশে ব্যাপক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সত্ত্বেও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহ্ শেষ পর্যন্ত জার্মানির বার্লিন সফরে এলেন, যদিও তাতেও কিছুটা কাটছাঁট করতে হলো। ইসরায়েলি বুদ্ধিজীবীদের খোলাচিঠি সত্ত্বেও তাঁর জার্মানি সফর বাতিল করা হয়নি। নেতানিয়াহ্‌র সফরের বিরুদ্ধে বার্লিনে কয়েক শ ইসরায়েলির জোরালো প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। ব্রান্ডেনবুর্গ তোরণের কাছে বিক্ষোভকারীরা তাঁকে ক্রাইম মিনিস্টার নামকরণ করে প্রতিবাদ জানান। যাবতীয় সমালোচনা অগ্রাহ্য করে দেশের মতো বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও নেতানিয়াহ্ বিচার বিভাগের সংস্থারের বিতর্কিত পদক্ষেপের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন। তাঁর মতে, এর ফলে

ইসরায়েলের গণতান্ত্রিক কাঠামো দুর্বল তো হবেই না, বরং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। নেতানিয়াহ্‌র দাবি, তিনি পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলোর আদলে ইসরায়েলেও অবশেষে ক্ষমতাকেন্দ্র গুলোর মধ্যে ভারসাম্য আনছেন। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলজের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে অপবাদ এবং মিথ্যাচার ছড়ানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন। জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাংক-ভাল্টার স্টাইনমায়ারের সঙ্গে আলোচনার পর নেতানিয়াহ্ অবশ্য কিছুটা সুর নরম করে বলেন, দেশে যা ঘটছে, তা মন দিয়ে লক্ষ করছেন তিনি। আলোচনার পর স্টাইনমায়ারের দপ্তর থেকে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। জার্মান চ্যান্সেলর

প্রকাশ্যে ইসরায়েলের সরকারের এ বিতর্কিত পদক্ষেপ সম্পর্কে দৃশ্টিভা প্রকাশ করেন এবং নেতানিয়াহ্‌র উদ্দেশ্যে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার ডাক দেন। ইসরায়েলের বন্ধু হিসেবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সে দেশের প্রেসিডেন্ট আইস্যাক হ্যারসগের আপস প্রস্তাব সম্পর্কে এখনো শেষ কথা বলা হয়নি। উল্লেখ্য, ইসরায়েলে প্রায় গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করে সে দেশের প্রেসিডেন্ট তাঁর আনুষ্ঠানিক ভূমিকা সত্ত্বেও বুধবার সেই প্রস্তাব পেশ করেন। নেতানিয়াহ্ অবশ্য অবিলম্বে সেই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। বর্তমান ঘটনাবলি সত্ত্বেও ঐতিহাসিক কারণে ইসরায়েলের সঙ্গে জার্মানির বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হবে না বলে জার্মান চ্যান্সেলর

আশ্বাস দিয়েছেন। তবে নেতানিয়াহ্‌র উসাহ সত্ত্বেও শলজ দুই দেশের মন্ত্রিসভার যৌথ বৈঠকের রীতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। এমনকি ভবিষ্যতে আবার কবে এমন বৈঠক বসবে, সে বিষয়েও কিছু বলেননি। ইসরায়েলের বর্তমান জেটি সরকারের কিছু আলট্রা অর্থোডক্স ও চরম দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশ্যে আলোচনার বিষয়ে জার্মানিসহ পশ্চিমা বিশ্বে প্রবল অন্বস্তি কাজ করছে। শলজ ও নেতানিয়াহ্ দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার অঙ্গীকার করেছেন। জার্মানি ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি করে যাবে এবং সে দেশ থেকে আরো ৩ নামের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

সিরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিগুলো সন্ত্রাসীদের অভয়ারণা : বাশার

দামাস্কাস, ১৮ মার্চ : সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ বলেছেন, তার দেশে অবস্থানরত অবৈধ দখলদার মার্কিন সেনারা তাদের ঘাঁটিকে উগ্র সন্ত্রাসীদের আশ্রয়ানায় পরিণত করেছে। ইরাক ও জর্ডান সীমান্তবর্তী কৌশলগত আল-তানাফ এলাকায় ওই মার্কিন ঘাঁটি অবস্থিত বলে জানিয়েছেন তিনি।

খবর রুশ বার্তা সংস্থা স্পুনিককের। রাশিয়া সফরকারী প্রেসিডেন্ট আসাদ রুশ বার্তা সংস্থা স্পুনিককে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, আল-তানাফ অঞ্চলে আমাদেরকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে লিপ্ত হতে হচ্ছে। আল-তানাফ অঞ্চলকে পুরোপুরি সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণ

দেওয়ার কাজে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই মরু অঞ্চলে মার্কিন সেনাদের শুধু এই একটি কাজেই মোতায়েন রাখা হয়েছে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, মার্কিন সেনারা তাদের ব্যারকগুলোকে যে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সেখানে

হাজার হাজার সন্ত্রাসীকে তাদের পরিবারসহ থাকতে দেওয়া হয়েছে।

সিরিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য তাদের সময়মতো বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তর করা হয়। প্রেসিডেন্ট আসাদ বলেন, তার কাছে এ সংক্রান্ত অকাটা প্রমাণ রয়েছে।

ব্রিটিশ বাতাসে ভাঙছে নেপালের স্বাস্থ্য

কাঠমান্ডু, ১৮ মার্চ : ইতিমধ্যে শত শত রোগীতে ঠাসা নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর বীর হাসপাতাল। তবুও হুইলচেয়ার অথবা স্ট্রেচারে প্রতিদিন আসছে নতুন নতুন রোগী। ফলে পুরাতন রোগীকে বিছানা থেকে তুলে অথবা অন্যাকারও মুখ থেকে অঙ্গিনেজ মাস্ক খুলে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে নতুনদের। রোগীর ভিড় ঠেকাতে নিরুপায় হয়ে হাসপাতালের প্রধান ফটকে কড়া পাহারা বসিয়েছেন নিরাপত্তা রক্ষীরাও। শুধু চিকিৎসা সংরক্ষম সংকটই নয়, রোগীর এই বাড়তি চাপ সামলাতে প্রয়োজন অতিরিক্ত নার্সেরও। কিন্তু নেপালের বাস্তবচিত্র পুরোপুরি উন্মোচিত। ছয়জন রোগীর জন্য একজন নার্স থাকার কথা থাকলেও সেখানে ২০ থেকে ৩০ জন রোগীর জন্য রয়েছে একজন নার্স। এতকিছুর পরও দেশটিতে নতুন উদ্ভব হয় দেখা দিয়েছে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) উচ্চ বেতনের হাতছানি। প্রলোভনের এই ব্রিটিশ বাতাস মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে নেপালে। দেশের ভাঙা স্বাস্থ্য খাতের মায়া ছেড়ে



নেপালের একটি হাসপাতালে একই বেডে একাধিক রোগী শয্যাশায়ী।

ফটো : সংগৃহীত

উচ্চাভিলাসী জীবনের টানে নেপালের নার্সরা ছুটছেন লন্ডনে। গার্ডিয়ান। শুধু নার্স সংকটই নয়, নেপালের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্য জনাকীর্ণ ওয়ার্ড, চিকিসার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, অনুন্নত অবকাঠামো আর কর্মীদের কম বেতন। ব্যাপক দূরবস্থার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লাল তালিকায় থাকা সত্ত্বেও ব্রিটেন ও নেপাল সরকারের গত বছর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বলা হয়, ব্রিটেনের সার্বজনীন অর্থায়িত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে দরিদ্র দেশ থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের নিয়োগ দেওয়া হবে। থাকবে উচ্চ বেতনের

সুবিধা। ইতোমধ্যে নেপালের অনেক নার্সই দেশ ছেড়েছেন এই হাতছানিতে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এনএইচএস চুক্তি দেশটির স্বাস্থ্যব্যবস্থার কবী সমস্যাগুলোকে আরও ব্যািয়ে তুলতে পারে। এছাড়া সরকারি ও গ্রামীণ হাসপাতালগুলো বিপদের মুখে পড়বে। কাঠমান্ডুর বীর হাসপাতালের এক নার্স মনীষা নাথ বলেন, আমরা গেলে দেশকে ভুগতে হবে কিন্তু থেকে গেলে নিজেদের কষ্ট পেতে হবে। ল্যানসেটের এক সমীক্ষা বলছে, নেপালে ১০ হাজার জন নার্স এবং আয়া রয়েছে আনুমানিক ২৮

জন। আর ব্রিটেনে তার সংখ্যা ১৩১ জন।ইউকে ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড সোসাল কেয়ারের (ডিএইচএসসি) একজন মুখপাত্র বলেন, এটি নেপালের নার্সদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের সুযোগ দিয়ে অর্থনৈতিক ও পেশাগতভাবে উন্নত করবে। এছাড়া দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা আবার নিজ দেশেও ফিরে যেতে পারে। উল্লেখ্য, সোমবার ব্রিটেনেরই অপখ্যাত বেতন ও চাকরির ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিবেশের জন্য বড় ধরনের বিক্ষোভে নামেন দেশটির জুনিয়র চিকিৎসকরা।

লাখ লাখ মরা মাছ ভেসে উঠলো অস্ট্রেলিয়ার নদীতে

মেলবোর্ন, ১৮ মার্চ : মাছের মড়ক লেগেছে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চলের মেনিভি শহরে ডার্লিং-বাকা নদীতে। লাখ লাখ মরা মাছ ভেসে উঠছে নদীর জলে। শুক্রবার সকালে সবার নজরে আসে বিষয়টি। নিউ সাউথ ওয়েলসের নদীরক্ষা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ বলছে, সম্প্রতি তীব্র তাপপ্রবাহের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে।



অস্ট্রেলিয়ার নদী সাদা হয়ে আছে মরা মাছে।

ফটো : এপি

তাপপ্রবাহ একটি সিস্টেমের ওপর আঘাত করেছে। বন্যার পর নদীগুলোতে মাছ বেড়ে গিয়েছিল। এখন জল শুকিয়ে যাচ্ছে, ফলে মাছগুলো অক্সিজেনের অভাবে মরে যাচ্ছে। নিউ সাউথ ওয়েলসের এই শহরটিতে পাঁচশ মানুষের বসবাস। ডার্লিং-বাকা নদী মারে

ডার্লিং বেসিনের একটি অংশ। এটি অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নদী অববাহিকা। শনিবারও মেনিভি শহরের তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পূর্বাভাস দেয় অবহাওয়া অফিস। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব পড়ছে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।

এ সপ্তাহে মাছ মরে যাওয়ার ঘটনা মারে ডার্লিং বেসিনের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করছে। মারে ডার্লিং বেসিন কর্তৃপক্ষ বলছে, কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কাজে স্থানীয়রা নদীর জল ব্যাপক হারে ব্যবহার করেছে। ফলে জলের প্রবাহ কম। তাছাড়া খরার কারণে জল শুকিয়ে যাচ্ছে।

২০১২ সালে, নদীটির জল শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষায় ১৩ বিলিয়ন ডলার খরচ করা হয় এবং স্বাস্থ্যকর স্তরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। ডিপআই জানিয়েছে, সম্প্রতি এ ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে ফেব্রুয়ারে সংস্থাগুলোর সঙ্গে কাজ করবে তারা।

ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকে বাঁচাতে ৩০ বিলিয়ন ডলার দিচ্ছে অন্যরা

ওয়াশিংটন, ১৮ মার্চ : এবার বিপাকে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংক। বিনিয়োগকারী ও গ্রাহকদের আস্থার সংকটে পাচ্ছে ব্যাংকটি। আর সেই ব্যাংককে রক্ষায় এগিয়ে এসেছে আমেরিকার বৃহত্তম ব্যাংকগুলোর একটি গ্রুপ। ১১টি ব্যাংক ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংককে ৩০ বিলিয়ন ডলার আমানত সহায়তা দিচ্ছে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে বলেছে, বৃহত্তর ব্যাংকগুলোর একটি গ্রুপের এই সমর্থনকে স্বাগত জানাচ্ছে তারা। এটি ব্যাংকিং ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে। সহায়তার জন্য এগিয়ে আসা এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে জেপি মর্গান চেস, ব্যাংক অব আমেরিকা, ওয়েলস ফার্গো, সিটিগ্রুপ এবং ট্রুইস্ট। তবে ফার্স্ট রিপাবলিকের একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে মন্তব্য করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ছোটখাটো ব্যাংক নজরদারির মধ্যে রয়েছে। যাতে কোনো ধরনের সংকট তৈরি না হয়। আমানতকারীদের তারা বলেছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই।এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি ও সিগনেচার ব্যাংক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। এরপর নড়েচড়ে বসে বাইভেনে প্রশাসন। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যাংক দুটি অধিগ্রহণ করে সরকার। বন্ধ হয়ে যাওয়া এসবিবি ও সিগনেচার ব্যাংকের পর্যদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নতুন করে কার্যক্রম শুরু হয় গত সোমবার থেকে। তবে ব্যাংকের এই হেন বিপর্যয়ের কথা হড়িয়ে পড়ায় এক ধরনের আতঙ্ক তৈরি হয়েছে জনমনে।

হারিয়ে যাওয়া ১০ ড্রাম ইউরেনিয়াম পড়ে ছিল মরুভূমিতে

ত্রিপোলি, ১৮ মার্চ : লিবিয়ার মরুভূমিতে ১০ ড্রাম প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। এক বিবৃতিতে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি জানিয়েছে, এগুলোই দক্ষিণ লিবিয়ার মজুতাগার থেকে হারিয়ে যাওয়া আরো যুক্তরাষ্ট্রের লিবিয়ার বরাতে আজ শুক্রবার ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লিবিয়া ও চাদের সীমান্তসংলগ্ন এলাকায় মরুভূমিতে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ভরা ১০টি ড্রাম পাওয়া গেছে। লিবিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে যেখানে এসব ইউরেনিয়াম মজুত থাকার কথা ছিল, জায়গাটি সেখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। এর আগে গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএএএ) জানায়, লিবিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থাকা ওই মজুতাগার থেকে প্রায় আটাই টন প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম গারবেব হয়ে গেছে। সংস্থার পরিদর্শকেরা সেখানে গিয়ে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ভর্তি ১০টি ড্রাম নির্ধারিত স্থানে পাননি। এসব ইউরেনিয়াম কোথায় রয়েছে, সেটাও জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এই ঘটনায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ে। এর পরপরই ১০ ড্রাম ভর্তি ইউরেনিয়াম খুঁজে পাওয়ার কথা জানানো হলো। খলিফা হাফতারের নিয়ন্ত্রণাধীন সামরিক গোষ্ঠীটির যোগাযোগ শাখার কমান্ডার জেনারেল খালেদ আল-মাহজোব বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইউরেনিয়াম উদ্ধারের এ ঘটনা আইএইএকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আইএইএ জানিয়েছে, লিবিয়ার মরুভূমি থেকে ১০ ড্রাম ইউরেনিয়াম উদ্ধারের বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, তা সংস্থাটির পক্ষ থেকে সক্রিয়ভাবে যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

ইমরানের বাসভবনে পুলিশি অভিযান



লাহোরে বাড়ি থেকে ইসলামাবাদে যাওয়ার পথে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গাড়িবহর।

ফটো : এএফপি

ইসলামাবাদ, ১৮ মার্চ : তল্লাশি অভিযান শেষে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বাসভবন ছেড়েছে পুলিশ। তবে তল্লাশি চলাকালীন ইমরান খানের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সবাইকে সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয়। শনিবার ইমরান খান বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর পরপরই পিটিআই কর্মীদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। দলটির শেয়ার করা ভিডিওতে জামান পার্কের ভেতর পিটিআই কর্মীদের ওপর পুলিশকে বেধড়ক লাঠিচার্জ

হওয়ার পরই পুলিশের অভিযান শুরু হয়। মূলত বাড়ির সামনে সমর্থকদের ক্যাম্প সরিয়ে দিতেই পুলিশ এই পদক্ষেপ নেয়। ইমরান খানের সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধত্মাধস্তি হয়। এ সময় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ায় অভিযোগে বেশ কিছু কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

করতে দেখা গেছে। ইমরান খান টুইটারে বলেছেন, আমি জানি, লন্ডন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তারা আমাকে গ্রেফতার করবে। তবু আমি আদালতে হাজির হতে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেছেন, পাঞ্জাব পুলিশ জামান পার্কে আমার বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, যেখানে বুশরা বেগম (ইমরানের স্ত্রী) একা রয়েছেন। কোন আইনে তারা এসব করছে? এটি লন্ডন পরিকল্পনার অংশ যেখানে পলাতক নওয়াজ শরিফকে ক্ষমতায় আনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে ৯ হাজার মানুষের মস্তিষ্ক



ইউনিভার্সিটি অব ওডেসে সংরক্ষিত মানুষের মস্তিষ্ক। ফটো : এএফপি

কোপেনহেগেন, ১৮ মার্চ : ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষ সেখানে রাখা একের পর এক তাক। তাকে সারি করে রাখা সাজানো সাদা পাত্র। প্রতিটিতে আলাদা নম্বর স্টেট দেওয়া। কী আছে পাত্রগুলোর ভেতরে? শুনলে অবাক হতেই হবে। প্রতিটি পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক। তা-ও আবার সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরিক স্টমথ্রেন ও তাঁর সহযোগীদের বিশ্বাস ছিল, সেগুলো থেকে তাঁরা মানসিক রোগের বিষয়ে তথ্য পাবেন। মস্তিষ্কগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে মানসিক রোগীদের মরদেহ থেকে। ১৯৪৫ সালে

এই কাজ শুরু হয়। চলে আশির দশক পর্যন্ত। ডেনমার্কের খ্যাতনামা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এরিক স্টমথ্রেন তাঁর জীবনের বড় একটা সময় কাটিয়েছেন মস্তিষ্কগুলো সংগ্রহ করে। মনোরোগবিদ্যার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ জেসপার ভ্যাকজি ক্রাগের ভাষামতে, ওই মস্তিষ্কগুলো গবেষণার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরিক স্টমথ্রেন ও তাঁর সহযোগীদের ডেনমার্কের ইউনিভার্সিটি অব ওডেসে। মস্তিষ্কগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে মানসিক রোগীদের মরদেহ থেকে। ১৯৪৫ সালে

ভ্রমণ ভিসায় গিয়ে ভিক্ষা, দুবাইতে ৩ লাখ দিরহামসহ গ্রেফতার

আবু ধাবি, ১৮ মার্চ : ভিক্ষুকদের চালাকি থেকে দূরে দুবাইতে তিন লাখ দিরহামসহ এক ভিক্ষুককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দেশটির কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর গাফ্ফ নিউজের। প্রতিবেদনে বলা হয়, পদ্মুর ভান করে ওই ব্যক্তি বিভিন্ন মসজিদ ও আবাসিক এলাকায় ভিক্ষা করতো। তার ভূয়া কৃত্রিম পায়ের মধ্যে থেকে তিন লাখ দিরহাম উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, ভিক্ষুক সাজা এই লোকটি ভ্রমণ ভিসায় আমিরাতে যায়। গ্রেফতারের পর তাকে দুবাই পাবলিক প্রসিকিউশনে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুবাই পুলিশ

ভিক্ষুকদের চালাকি থেকে দূরে থাকার জন্য নাগরিকদের সতর্ক করেছে। এ সময় বলা হয়, ভিক্ষুকরা মানুষের মন গলাতে নানা কৌশল অবলম্বন করে। তাছাড়া অন্য এক জায়গায় পুলিশ তিন ভিক্ষুককে গ্রেফতার করেছে। তাদের একজনের কাছে ৭০ হাজার দিরহাম, একজনের কাছে ৪৬ হাজার দিরহাম ও অন্য একজনের কাছে ৪৪ হাজার দিরহাম পাওয়া যায়। দুবাই পুলিশ সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক অপরাধ ও তদন্তের জেনারেল ডিপার্টমেন্টের উপ-পরিচালক ত্রিগেডিয়ার জেনারেল

সাইদ সুহেল আল আযালি বলেছেন, ভিক্ষুকদের দমন করার জন্য আমাদের কর্মকর্তাদের একটি দল রয়েছে। তিনি বলেন, শ্রেণ্তারকৃত ভিক্ষুকদের প্রায় ৯০ শতাংশ পর্যটক ভিসায় এসেছে। রমজান মাসে সহজে অর্থ পাওয়ার জন্য তারা আসে। কারণ তারা জানে সংযুক্ত আরব আমিরাত একটি ধনী দেশ এবং এখানকার লোকেরা সব সময় সাহায্য করতে চায়। ভিক্ষা ইজ আ রং কনসেন্ট অব কমপ্যাশন স্লোগানে আমিরাতে ক্যাম্পেইন চলছে। এর অংশ হিসেবেই এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

ম্যাচ জিতে জাদেজার প্রশংসায় হার্দিক

মুম্বাই, ১৮ মার্চ : শুক্রবার প্রথম এক দিনের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়েছে ভারত। হারের মুখ থেকেও দলকে টেনে তুলেছে কেএল রাহুলের অপরাজিত ৭৫ রানের ইনিংস। ম্যাচের পর রাহুলের প্রশংসা প্রত্যেকের মুখেই। তবে অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডের কথায় তিনি এলেন মাত্র দু’বারই। হার্দিক বরং বেশি উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্র জাদেকাকে নিয়ে, যিনি ম্যাচের সেরা হয়েছেন।



রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে প্রথম এক দিনের ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন হার্দিক। তিনি বলেছেন, জাড্ডুর ব্যাপারে বলব, ওর যা ক্ষমতা সেটাই করেছে। এত দিন বিরতি নেওয়ার পর এক দিনের ক্রিকেটে ফিরেছে। যে ভাবে জাদেজা ম্যাচটা শেষ করেছে তা দেখার মতো। অসাধারণ ক্যাচও ধরেছে। রাহুলের সঙ্গে ওর জুটিটা আমাদের জন্যে দরকার ছিল।

জাডেজা সেই কাজটা আমাদের জন্যে করে দিয়েছে। হার্দিক জানিয়েছেন, ম্যাচে তাঁরা বার বার চাপে পড়ে গিয়েছেন। তবে পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার জন্যে ধন্যবাদ দিয়েছেন সতীর্থদের। হার্দিকের কথায়, দুটো ইনিংসের সময়েই আমরা চাপে ছিলাম। কিন্তু নিজেদের দক্ষতার উপরে বিশ্বাস রেখেছি এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসেছি।

একবার আমাদের দিকে ছন্দ চলে আসতেই সেটা আর হাতছাড়া করিনি। ম্যাচে অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করেছে। দারুণ সব ক্যাচ নিয়েছি। শেষের দিকে কেএল এবং জাড্ডু বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাট করেছে। সেটাও আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িছে। সব মিলিয়ে, একটা দারুণ জয় পেলাম। সতীর্থদের নিয়ে আমি গর্বিত।

দ্রাবিড়ের পরামর্শে কাউন্টি ক্রিকেট খেলবেন অর্শদীপ

মুম্বাই, ১৮ মার্চ : এ বছর দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। তার আগেও ভারতীয় দলের আরও একটা পরীক্ষা রয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত–অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘ সময় ধরেই খেলার বাইরে তরুণ বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিং।

নিয়মিত প্রস্তুতির মধ্যে থাকতে কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে দেখা যাবে অর্শদীপকে। জাতীয় দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের পরামর্শেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন অর্শদীপ। কাউন্টিতে অবশ্য পুরো মরসুম পাওয়া যাবে না তাঁকে। মাত্র দু–মাসের জন্য খেলবেন। পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে খেলার কথা অর্শদীপের।

একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেন্ট ক্রিকেট ক্লাব। কাউন্টি ক্রিকেটে খেলে ভালো পারফর্ম করতে পারলে আগামী দিনে টেস্ট দলেরও দরজা খুলতে পারে অর্শদীপের।

কেন্ট ক্রিকেট ক্লাবের তরফে বিবৃতিতে বলে হয়েছে– ভারতীয় দলের তরুণ পেসার অর্শদীপ সিং কেন্টের হয়ে পাঁচটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলবেন। তাঁকে জুন–জুলাই এই দুই মাসের জন্য পাওয়া যাবে। বাকিটা নির্ভর করছে, ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত অর্শদীপ সম্মতির উপর। জুনেই ওভালে বিশ্ব টেস্ট

চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। অজি দলে বাঁ হাতি পেসার রয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের আগে অর্শদীপের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি সারতে পারেন বিরাট–রোহিতরা। সুইং বোলিংয়ের দক্ষতা রয়েছে অর্শদীপের। ভারতের প্রস্তুতিতে যা সাহায্য করতে পারে। পাশাপাশি কাউন্টি খেলে নিজের বোলিংয়ে আরও উন্নতির সুযোগ পাবেন অর্শদীপ। দেশের হয়ে এখনও অবধি ২৯টি ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে এশিয়া কাপ, আইসিসি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপও রয়েছে। কাউন্টি ক্লাবে সেই করা প্রসঙ্গে অর্শদীপ সিং বলছেন, ইংল্যান্ডের মাটিতে লাল বলের ক্রিকেট খেলতে মুখিয়ে রয়েছে। প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে নিজের কথায় বোলিংয়ে উন্নতি করতে চাই। কেন্টে সতীর্থ এবং সমর্থকদের জন্য ভালো পারফর্ম করতে চাই। রাহুল দ্রাবিড় ইতিমধ্যেই আমাকে কেন্ট ক্লাবের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন। কেরিয়ারে এখনও অবধি মাত্র সাতটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন অর্শদীপ সিং। ২৩.৮৪ গড়ে নিয়েছেন ২৫টি উইকেট। ইকোনমি ২.৯২। কেন্টের হয়ে খেলেছেন রাহুল দ্রাবিড়ও। জাতীয় দলে হেড কোচের প্রাক্তন জ্যে পাওয়া যাবে। বাকিটা নির্ভর করছে, ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত অর্শদীপ সিং।

আইপিএলে অনিশ্চিত শ্রেয়স!

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট খেলতে নেমে পিঠে চোট পান শ্রেয়স আয়ার। সেই চোট কবে সারবে এবং তাঁকে কবে খেলতে দেখা যাবে সেই নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক তিনি। শ্রেয়স খেলতে না পারলে সমস্যা বাড়বে কলকাতার।

শ্রেয়সের পিঠের নীচের দিকে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। চতুর্থ টেস্ট চলাকালীন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। স্ক্যান করানো হয়। সেই টেস্টে ব্যাট করতে পারেননি তিনি। কিন্তু শ্রেয়সের চোট কতটা সেরেছে সেটা জানতে এখনও ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তাঁকে ১০ দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। তার পর জানা যাবে আদৌ আইপিএলে খেলতে পারবেন কি না। এখনই তাঁকে নিয়ে আশা ছাড়া হচ্ছে না।

শ্রেয়সের চোট ছিল। সেটা সারিয়েই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলতে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু মাত্র দু’টি ম্যাচ খেলার পরেই আবার



চোট পেলেন শ্রেয়স। পুরনো চোটই তাঁকে ভোগাচ্ছে কি না তা যদিও জানানো হয়নি। মুম্বাইয়ে শিরদাঁড়া বিশেষজ্ঞের কাছে যান শ্রেয়স। সেই চিকিৎসক ভারতীয় ব্যাটারকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে শ্রেয়স কবে খেলতে পারবেন না। আমদাবাদ টেস্টের পঞ্চম দিনে ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই টেস্টে আর

খেলতে পারবেন না শ্রেয়স। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ শুরুর আগের দিন ভারতের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ জানান যে, সাধা বলের সিরিজে খেলতে পারবেন না শ্রেয়স। আইপিএলে তিনি খেলতে না পারলে কেকেআর–কে নতুন অধিনায়ক খুঁজতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি কলকাতা।

উমরানের জন্য সতর্কবার্তা শোয়েবের

করাচি, ১৮ মার্চ : শোয়েব আখতারকে গতিদানব বললেও অত্যাুক্তি করা হবে না। বল হাতে তিনি যখন দৌড় শুরু করতেন, তখন ব্যাটসম্যানের পা কাঁপত। ইডেন গার্ডেন্সে রাহুল দ্রাবিড়ের উইকেট ছিটকে দিয়েছিলেন।

রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের প্রথম বলেই শতীনের উইকেট গড়াগড়ি খেয়েছিল। ২০০৬ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘটায় ১৬১ কিমি বেগে বল করেছিলেন শোয়েব। এহেন শোয়েব আরেক তরুণ স্পিনডস্টারকে পরামর্শ দিয়েছেন। গতি কীভাবে বাড়াতে হবে? কীভাবে অনুশীলন করতে হবে সেই ব্যাপারেও অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন শোয়েব। এই তরুণ স্পিনডস্টার ভারতের। তিনি উমরান মালিক।

তাঁর সম্পর্কে শোয়েব বলছেন, ও খুবই ভাল। শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী এবং দুর্দান্ত রান আপ। আর্ম স্পিনও দারুণ। শানাকাকে যে বলে আউট করেছিল, তা সবাইই মনে থাকার কথা। সাহসের সঙ্গে বল করুক উমরান। জোরে বোলিং করার কৌশল শিখে নিক। টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলোও শিখে নিতে হবে উমরানকে। সব সময়ে জোর বল করে যেতে হবে। হাল ছাড়লে চলবে না। আগ্রাসন হারিও না কখনও। খেলতে নামলে মাঠের মালিক তুমিই। নিয়ম ভেঙে না, অনুশীলন করো। ভারতে ক্রিকেট সেরা বক্স অফিস। এখানে ক্রিকেটাররা তারকার মর্যাদা পান। পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার অনুজ স্পিনডস্টারকে বলছেন, ইউ আর প্লেইং ফর আ গ্রেট কান্ট্রি। ভারতের মানুষরা ক্রিকেটারদের শ্রদ্ধা করে, ক্রিকেটারদের ভাল মন্দ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। মানুষের অনুভূতি যেন ধাক্কা না খায়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

সিংহ হৃদয় নিয়ে বল করতে হবে। অপ্রজ্ঞ বোলায় হিসেবে অনুজ উমরানকে সাহায্য করতে চান শোয়েব। বলের গতি কীভাবে আরও বাড়াতে পারেন উমরান, সেই উপায়ও জানিয়েছেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। শোয়েব বলেছেন, আমি ২৬ গজ দৌড়ে বল করতাম। উমরান ২০ গজ দৌড়ায়। ২৬ গজ দৌড়ে বল করলে ওর পেশির গঠন বলাতে হবে। আরও মজবুত পেশি হতে হবে। আমার মনে হয় আগামিদিনে ও আরও অনেক কিছু শিখে নেবে। আমাকে কোনওভাবে প্রয়োজন হলে আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমার ক্রতগতির বলের রেকর্ড ২০ বছর ধরে অক্ষত রয়েছে। তুমি এই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়। প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তোমাকে আমি আলিঙ্গন করে চুম্বন করবো।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জুনে ভারতের হয়ে অভিষেক হয় উমরানের। আটটি ওয়ানডেতে ১৩টি উইকেট নিয়েছেন। আটটি টি–টোয়েন্টি থেকে ১১টি উইকেটের মালিক উমরান। ওয়ানডে বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাওয়ার জন্য লড়াইয়ে ভারতের এই তরুণ স্পিনডস্টার।

অস্ট্রেলিয়াকে একদিনের ম্যাচে হারানোর পর ঃ স্ট্রাপ শামিদের কৃতিত্ব ভাগ করে দিলেন রাহুল

মুম্বাই, ১৮ মার্চ : পছন্দের ওপেনিং স্লট ছেড়ে ব্যাট করতে হচ্ছে মিডল অর্ডারে। দলের প্রয়োজনে হাতে তুলে নিতে হয়েছে উইকেটকিপারের গ্লাভসজোড়া। ওয়াংখেড়েতে অস্ট্রেলিয়ার ঝুলিয়ে দেওয়া ছোটখাটো লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ভারত যখন বেকায়দায়, ব্যাট হাতে দলকে নির্ভরতা দিয়েছেন লোকেশ রাহুল। শেষমেশ অবনব্দ্য ইনিংস খেলে ভারতকে ম্যাচ জিতিয়ে তবেই মাঠ ছাড়েন লোকেশ।

রাহুলের ৭টি চার ও ১টি ছদ্ধার সাহায্যে ৯১ বলে অপরাজিত ৭৫ রানের অসাধারণ ইনিংসের সুবাদেই যে ভারত সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করবেন না কেউই। তবে লোকেশ রাহুল এক্ষেত্রে একা কৃতিত্ব নিতে রাজি হলেন না। বরং তিনি জয়ের কৃতিত্ব ভাগ করে নিলেন সতীর্থদের সঙ্গে।

বিশেষ করে দ্বিতীয় স্ট্রাপে শামির দুর্দান্ত বোলিং ম্যাচে কতটা প্রভাব ফেলে, সেটা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি লোকেশ।

শামি–সিরাজের বোলিং প্রসঙ্গে লোকেশ বলেন, ওয়ান ডে ম্যাচ জয়ের চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকে মাঝের ওভারে উইকেট তোলার উপর। আমাদের পেসাররা আজ সেই কাজটা যথাযথ করেছে। আশা



করি স্পিনাররা পরের ম্যাচগুলিতে একইরকম ভূমিকা নিতে পারবে। শামির দুরন্ত বোলিং প্রসঙ্গে লোকেশ বলেন, পিচ দেখে মনে হয়নি পেসারদের জন্য বিস্তর কিছু সাহায্য রয়েছে বলে। স্পঞ্জি বাউন্স ছিল। তবে মনে হয়নি দ্বিতীয় স্ট্রাপে পেসাররা তেমন সাহায্য পেতে পারে। শামি অসাধারণ বল করে। দ্বিতীয় স্ট্রাপে বল করতে এসেই উইকেট তুলে নেয় এবং ম্যাচের রাশ আমাদের হাতে চলে আসে।

লোকেশ রাহুল এই ম্যাচে যথাযথ ফিনিশারের ভূমিকা পালন করেন। ভারত মাত্র ১৬ রানে ৩ উইকেট হারানোর পরে ব্যাট হাতে ক্রিজে আসেন লোকেশ। তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজের ইনিংস শুরু করেন। ধীরে সুছে প্রাথমিক বিপর্যয় রোধ করার পরে একের পর এক দাপুটে শট খেলে ভারতকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন রাহুল। নিজের ইনিংস

সম্পর্কে লোকেশ বলেন, শুরুতেই পরপর উইকেট হারানোয় চাপ ছিল। স্টার্ক দারুণ সুইং করাচ্ছিল। সবাই জানি ও কতটা ভয়ঙ্কর বোলার। আমি শুরুর দিকে কিছু বল খেলে সড়গড় হওয়ার চেষ্টা করি। রানের পিছনে দৌড়তে চাইনি। স্বাভাবিক ক্রিকেটীয় শট খেলার দিকে ঝুঁকি। তবে কয়েকটা বাউন্সারি চলে আসার পরে ক্রিজে সেট হয়ে যাই। পরে স্বাভাবিক ছন্দে ব্যাট করি। আসলে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করা ছাড়া উপায় ছিল না এই ম্যাচে।

উল্লেখ্য, টেস্ট সিরিজের মতোই দুরন্ত ছন্দে ধরা দিল টিম ইন্ডিয়া। দলগত দক্ষতায় জয় দিয়েই শুরু হল ওয়ানডে অভিযান। টস জিতে স্মিথদের প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া। রোহিত শর্মা ছুটি নেওয়ায় ক্যাণ্টেনের ব্যাটন উঠেছিল তাঁর হাতেই। ওপেন করতে নেমে মিচেল মার্শ ক্রিজে

টিকে গেলেও মহম্মদ সিরাজ ও মহম্মদ শামির ঝোড়ো বোলিংয়ে একের পর এক প্যাভিলিয়নে ফিরে যান হেড, স্মিথ, লাবুশানে, ক্যামেরন গ্রিনরা। তিনটি করে উইকেট তুলে নেন শামি ও সিরাজ। জোড়া উইকেট পান জাদেজা। একটি উইকেট নেন হার্দিক।

টেল এন্ডারদের পরপর আউট হয়ে যাওয়ায় ১৮৮ রানেই শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। জবাবে শুরুতে জোর ধাক্কা খায় ভারতীয় ব্যাটিং অর্ডার। ঈশান কিষান, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবরা ক্রত আউট হয়ে রীতিমতো চাপে ফেলে দেন দলকে। সেই সময়ই দলের ত্রাতা হয়ে ধরা দেন কেএল রাহুল। যাঁকে নিজের ফর্ম নিয়ে সম্প্রতি চূড়ান্ত সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

লাগাতার সুযোগ পেয়েও নিজেকে প্রমাণ করতে পারছিলেন না রাহুল। ফলস্বরূপ শেষ দুটি টেস্টে বসিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। তবে এদিন ৭৫ রানে অপরাজিত থেকে যেন নিজের হারাতে বসানো চাকরি বাঁচালেন রাহুল। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত একটি ক্যাচও নেন তিনি। এই সিরিজকে আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মঞ্চ হিসেবেই দেখছে ভারতীয় শিবির। সেখানে জয় দিয়ে অভিযান শুরু টিম ইন্ডিয়ার জন্য সুখবর বইকি!

বয়স কোনও বাধাই নয়, বললেন কোচ মার্টিনেজ জাতীয় দলে ফিরলেন রোনাল্ডো

লিসবন, ১৮ মার্চ : সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে ফুল ফোটাতে শুরু করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। ক্লাবের হয়ে খেললেও বছর আটত্রিশের মহাতারকাকে কি জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যাবে? এই প্রশ্ন ছিলই। যার জবাব মিলল পর্তুগালের নতুন কোচ রবের্তো মার্টিনেজের পদক্ষেপে। রোনাল্ডোর জন্য সুখবরই দিয়েছেন মার্টিনেজ। ২০২৪ সালের ইউরো–র বাছাইপর্বের জন্য ডাকা হয়েছে রোনাল্ডোকে। মার্টিনেজ জানিয়ে দিয়েছেন, বয়স কোনও ফ্যাক্টর নয়। তা নিতান্তই একটা সংখ্যামাত্র।

মরক্কোর কাছে হেরে কাতার বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর পর্তুগালের হেড কোচের চাকরি যায় ফার্নান্দো স্যান্টোসের। দলের রিমেট কন্ট্রোল ওঠে মার্টিনেজের হাতে। কোচ হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত পর্তুগালকে নিয়ে বড় কোনও পরীক্ষায় বসতে হয়নি মার্টিনেজকে। তাঁর সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ ইউরো কাপের বাছাইপর্ব।

সেই বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্য পর্তুগাল দল ঘোষণা করা না হলেও রোনাল্ডোকে তিনি ডেকে নিয়েছেন জাতীয় দলে। মার্টিনেজের এহেন পদক্ষেপ



দেখা বোঝাই যাচ্ছে রোনাল্ডোকে দলে রেখেই ২০২৪ সালের ইউরো জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২৪ মার্চ ইউরোর যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে পর্তুগালের সামনে লিশটেনস্টাইন। তার তিন দিন পরেই পর্তুগাল নামবে লুসেমবার্গের বিরুদ্ধে।

রোনাল্ডোকে দলে ডাকা নিয়ে মার্টিনেজ বলেছেন, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো দলের প্রতি দায়বদ্ধ। ওর অভিজ্ঞতা আমার কাজে লাগবে। দলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সদস্য রোনাল্ডো। আমি বয়সকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না।

পর্তুগালের দায়িত্ব নেওয়ার পরই মার্টিনেজকে সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁর জমানায় রোনাল্ডো কি ডাক পাবেন? বিশ্বকাপে স্যান্টোস রোনাল্ডোকে ভাগ

আউটে বসিয়ে রেখে দল নামিয়েছিলেন। তা নিয়ে তারকা ফুটবলার ও কোচের মন কষাকষি হয়েছিল। বিতর্ক হয়েছিল বিস্তর।

মার্টিনেজ অবশ্য প্রথম দিনই জানিয়ে দিয়েছিলেন, রোনাল্ডোর জন্য তাঁর দরজা সবসময়েই খোলা। বয়সের ভিত্তিতে তিনি কাউকে বাদ দেবেন না। এবার ইউরো কাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচের জন্য রোনাল্ডোকে দলে ডেকে মার্টিনেজ বুঝিয়ে দিয়েছেন, মহাতারকা তাঁর দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বয়সের নিরিখে তিনি কাউকে দল থেকে বাদ দেবেন না।

পর্তুগালের জাতীয় দলের জার্সিতে রোনাল্ডোকে আবার দেখা যাবে। ভক্তরা এখন থেকেই কাউন্টাউন শুরু করে দিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

গার্ডনারের দাপটে সহজ জয় গুজরাতের

মুম্বাই, ১৮ মার্চ : দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গুজরাত জায়ান্টসকে কার্বত একাই জেতালেন অ্যাশলে গার্ডনার।

বৃহস্পতিবার ব্রোবোর্নে প্রথমে ব্যাট করে গুজরাত। ৩৩ বলে ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন গার্ডনার। ৪৫ বলে ৫৭ রান করেন ওপেনার লরা ওল্ডার্ড। তাঁদের সৌজন্যে চার উইকেটে ১৪৭ রান করে গুজরাত। জবাবে ১৮.৪ ওভারে ১৩৬ রানে শেষ হয়ে যায় দিল্লির ইনিংস। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের পরে গুজরাতের বিরুদ্ধেও হারল দিল্লি। গুজরাত জেতে ১১ রানে। ছয় ম্যাচে তাদের পরেন্ট ছয়। এখনও রয়েছে প্লে–অফের লড়াইয়ে।

বল হাতেও গুজরাতের জয় নিশ্চিত করেন গার্ডনার। ৩.৪ ওভারে ১৯ রান দিয়ে তুলে নেন দুই উইকেট। তাঁর পাশাপাশি দু’টি করে উইকেট নেন কিম গার্থ ও তনুজা কনওয়ার। এক উইকেট হারলিন দেওল ও স্নেহ রানারা।

দিল্লি অধিনায়ক মেগ ল্যানিং রীতিমতো হতাশ। ম্যাচ শেষে তিনি বলছেন, আমরা শুকুটা ভাল করেছিলাম। কিন্তু ২০–২৫ রান কম করেছি। আমিও খারাপ শট নিয়ে আউট হয়েছি।

হারলিনও রান আউট হয়েছে। ম্যাচের সেরা অ্যাশলে গার্ডনার বলে যান, এ বার প্লে–অফের জন্য বাঁপাতে হবে।